এ কী অভিনয় !

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

— সিটি বুক এজেন্সী —
৫৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯।

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫৭

প্রকাশক ঃ

পি, দে,

৫৫, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট

মুদ্রক ঃ

শ্রীশ্যামসুন্দর বসু

একমি প্রিন্টার্স

৭-ডি, হেরম্ব দাস লেন

কলিকাতা-৯

ভূমিকা

—*—

নাট্যসাহিত্যকে জীবিত রাখ্‌বার জন্যে সৌখীন সম্প্রদায়গুলি এগিয়ে আস্‌ছেন। অন্যদিকে নাট্য-নির্বাচনের ক্ষেত্রে পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলি ঘোষণা করছেন—'ভাল নাটক পাচ্ছি না।'

সৌখীনরা নাট্যরসিকদের কাছে ভাল-মন্দ বহু নাটক পৌঁছে দিয়ে দাবী করছেন—'আমরাই নাট্য-বিচারক!' সদ্যস্নাত বলির জীবের মত বৈষ্ণব-নাট্যকারগণ—সকলেরই দ্বারস্থ। সমস্যা দেখা দিয়েছে—নাটকের উদ্দেশ্য ও উপজীব্য নিয়ে। নাট্যোন্নয়ন হবে কোন দিকে?

আমার রচিত একডজন পূর্ণাঙ্গ নূতন-লেখা নাটক, অপ্রকাশিত আছে। দু'চারখানা সৌখীন-বিচারকদের কাঠগড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ইচ্ছা করেছি। তরুণ নাট্যকারদের স্বাগত জানিয়ে—তাদেরই মত একজন নাট্যসেবক-হিসাবে নাট্যসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

১১।১ পি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

এ কী অভিনয়!

ভবতোষ ... প্রচুর ধনী ও ধনগর্বী
মনতোষ ... ভবতোষ-পুত্র, এম-এ, নিরহঙ্কার
মৃণাল ... বি-এ, স্কুল-মাস্টার ভবতোষের জামাই
বাদল চূড়ামণি ... পল্লী-কবি, ভবতোষের বাল্য বন্ধু
ডাঃ সরকার ... ভবতোষের পারিবারিক চিকিৎসক
গঙ্গাধর ... ভবতোষের পুরাতন ভৃত্য
গজেন
পরেশ } নাট্যচক্রের সভ্যগণ
জীবেন
খাস্তগীর ... নাট্যচক্রের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট্
বাদ্যযন্ত্রীদল

অন্নপূর্ণা ... ভবতোষের স্ত্রী
শীলা ... ভবতোষের কন্যা
মিনতি ... ছদ্মবেশী মায়া, বি-এ,

প্রিয় বন্ধু

নাট্যবিদ—ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য পি, এইচ-ডি

মহাশয়ের করকমলে।

এ কী অভিনয় !

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রিহার্সেল রুম

কাল—রাত্রি

[দৃশ্য—হারমনিয়াম, বেহালা, বাঁশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র লইয়া, কতিপয় যন্ত্রী উপবিষ্ট—পরেশ, গজেন, জীবেন প্রভৃতি অভিনেতারা ইতস্ততঃ লাফেরা করিতেছিল। পরিচালক ও নায়ক মনতোষ অনুপস্থিত।

নায়িকা—মিনতি ও আরও দু'একটি মেয়ে—কেহ পান চিবাইতেছে কেহ বাদাম ভাজা খাইতেছে।

নির্বাচিত নাটক—ভবতোষ রচিত 'দ্রৌপদী' ও গীতিনাট্য 'ভাঙাগড়া'। রিহার্সেল আরম্ভ না হওয়ায় সকলেই উদ্বিগ্ন।]

গজেন। মনতোষদা এখনো এলোনা ? কী আশ্চর্য !

জীবেন। আসবে কিনা, তাইবা কে জানে ?

গজেন। কেন ?

পরেশ। নাট্যচক্রকে সে বলে ভৈরবীচক্র !

গজেন। তাই নাকি ? আশ্চর্য !

(খাস্তগীরের প্রবেশ)

খাস্তগীর। মনতোষ না—আসে, না—আসবে। পরেশ ! তুমিই দেখো গাণ্ডীবীর পার্টটা···(হাত ঘড়িটা দেখিয়া) নয়টা বাজে ! আরম্ভ করো নাচের রিহার্সাল—

(মনতোষের প্রবেশ)

গজেন। এই যে মনতোষদা! এত দেরি হল যে?

মনতোষ। নাট্যচক্রের মেম্বরশিপে রেজিগনেশন দিতে এলাম…

খাস্তগীর। কেন মনতোষ? নাট্যচক্রের অপরাধ কি?

মনতোষ। নাট্যচক্র হয়ে উঠেছে—নষ্টামীর আড্ডা! মেয়েদের নিয়ে অভিনয় করতে হলে, ছেলেদের হতে হবে চরিত্রবান—

পরেশ। আমরা চরিত্রহীন?

মনতোষ। নিশ্চয়ই! নাট্যচক্রের সব খবরই আমি রাখি। শুধু ছেলেরা নয়—মেয়েরাও এখানে আসছে—উচ্ছৃঙ্খলতা শিখতে। ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশার মধ্যে—একটা নৈতিক শিষ্টাচার বোধ জাগ্রত রাখা উচিত!

পরেশ। ওরে মনতোষ! হঠাৎ কেন এমন 'ব্যাক্‌ডেটেড" হয়ে পড়লি? এম. এ. পাস করেছিস্—আধুনিক জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিস্!

খাস্তগীর। মনতোষ যে আজকাল সেই সাধু-বাবার কাছে খুব যাতায়াত করছে হে!

মনতোষ। কারো রুচি-প্রবৃত্তির সমালোচনা না-করাই ভালো… মিঃ খাস্তগীর!

খাস্তগীর। আমাদের এক অধ্যাপক ছিলেন চিরকুমার। কথ্‌খনো তিনি চাইতেন না কোনো মেয়ের মুখের দিকে।

গজেন। তাই নাকি?

খাস্তগীর। হ্যাঁ। তার মা একদিন—বল্‌লেন—'বাবা! ওই যে মুড়িওয়ালী যাচ্ছে—দৌড়ে গিয়ে দু'পয়সার মুড়ি আন্‌তো?' অধ্যাপক তো মুড়িওয়ালীর মুখের দিকে চাইবেন না? পায়ের

দিকে চেয়ে বল্‌লেন—মা! আমাকে দুপয়সার দিয়ে যাও…

জীবেন। তারপর?

খাস্তগীর। ঘটনাক্রমে মুড়িওয়ালী আগেই চলে গিয়েছিল। অধ্যাপক যার পথ—আগ্‌লে দাঁড়িয়েছিলেন—সে হচ্ছে—একজন—মেথরাণী! তার মাথায়—টব্‌ ভর্তি নাইট্‌-সয়েল!

(সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল)

পরেশ। মনতোষও একদিন অধ্যাপক হয়ে, দুপয়সার নাইট্‌-সয়েল কিন্‌বে! হা হা হা…

জীবেন। দেখো মনতোষ, গোঁফ্‌ কামিয়ে ওই গজেন পারে 'বৃহন্নলা' সাজতে। গোঁফ্‌-কামানো দ্রৌপদী এ যুগে অচল।

মনতোষ। হ্যাঁ, তা জানি। তোদের তো ইচ্ছে—বাংলার ঘরে ঘরে দ্রৌপদী তৈরি হোক্‌!

মিনতি। (অগ্রসর হইয়া) আপনার এ মন্তব্য অত্যন্ত 'অবজেক্‌শনেবল্‌' মনতোষবাবু?

মনতোষ। আপনাকে কিছু বলছি না আমি—

মিনতি। নিশ্চয়ই বলছেন।

মনতোষ। দেখুন—প্রগতির নামে—উচ্ছৃঙ্খলতার সমর্থন, সমাজের পক্ষে শুভ নয়।

মিনতি। মেয়েদের কি মনে করেন আপনি?

মনতোষ। কাঁচের বাস্‌ন। একটি আছাড়েই যাদের শক্ত থাকার দম্ভ মিথ্যে প্রমাণ হয়ে যায়।

গজেন। মনতোষদা! দ্রৌপদীর রোলে—এই মিনতি দেবী কি চমৎকার অভিনয় করছেন—একবারটি দেখে যাও ভাই!

খাস্তগীর। না, না, ওকে যেতে দাও। মিনতির অভিনয় দেখলেও ওর চরিত্তির খারাপ হতে পারে।

মিনতি। উনি তো কাঁচ নন্—প্লাষ্টিক।

মনতোষ। আজ্ঞে না, আমি ইস্পাত !

পরেশ। ইস্পাতের এত ভয় কেন ?

খাস্তগীর। হিমালয়ে যাও মনতোষ ! কোনো গুহায় গিয়ে ভস্ম মেখে বসে থাকো—এ সংসার তোমার জন্যে নয়।

জীবেন। শোন্ মনতোষ ! ওই মিনতি দেবী যখন চুল ছেড়ে দিয়ে, দুর্যোধনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, পাণ্ডবদের উত্তেজিত করেন—সত্যি বল্ছি—তখন আমাদের রক্ত টগবগ্ করে ফোটে ! তেমন ফিলিং কোনো গোঁফ-কামানো মুখে ফুটতেই পারে না। অ্যাজ এ লাভার অব্ আর্ট, মিনতি দেবীর সে অভিনয় দেখে তুইও পারবি না—হাততালি না দিয়ে—

মনতোষ। মঞ্চাভিনয়ে মেয়েদের কেরামতি দেখে হাততালি দেওয়ার প্রবৃত্তি আমার নেই।

মিনতি। কেরামতি দেখাবার পথগুলো ছেলেদের জন্যেই 'মনোপলি' রাখতে চান বুঝি ? মেয়েরা এত অবজ্ঞার পাত্রী হ'ল কিসে ?

মনতোষ। মঞ্চে দাঁড়িয়ে রূপগুণ জাহির করার এ সখটা আপনার মনে কেন জেগেছে—বলুন তো ?

মিনতি। আমার স্বামী অন্ধ, অর্থোপার্জনে অক্ষম। এই জীবিকা-সঙ্কটের দিনে—আমার বেঁচে-থাকার উপায় কি, বল্তে পারেন ?

মনতোষ। অভিনয় ছাড়া, অর্থোপার্জনের আর কি কোন পথ নেই ?

মিনতি। অভিনয়ই বা এত দোষের হ'ল কিসে ? একটি অভিনয়

কুশলী মেয়ে কত উপার্জন করে জানেন? আপনাদের রাষ্ট্রপতির চেয়েও একজন জনপ্রিয় ফিলমষ্টারের উপার্জন ঢের বেশি।

মনতোষ। তা' জানি। কিন্তু, অর্থোপার্জনই মেয়েদের কাম্য হওয়া উচিত নয়।

মিনতি। তাদের কাম্য বুঝি, কোন মহাপুরুষের পদসেবা করা ও একপাল ছেলেপুলের মা-হওয়া?

মনতোষ। মাতৃত্বের গৌরবই মেয়েদের কাম্য হওয়া উচিত। গান্ধীজীর মা, নেতাজীর মা, রবীন্দ্রনাথের মা—যে কোন ফিলম্-ষ্টারের চেয়ে ঢের বেশি গৌরবান্বিতা। জগতকে তাঁরা যা দিয়ে গেলেন—কোন্ অভিনেত্রী তা' দিতে পারে?

মিনতি। (হাসিয়া) মনতোষবাবু! অভিনেত্রীরা বিদ্রোহিনী। তারা শুধু দিতেই চায় না, নিতেও চায়। দয়া করে আমার একটি উপকার করবেন?

মনতোষ। কি উপকার?

মিনতি। আজ সকালের কাগজে দেখলাম—আপনার বোনের জন্যে একজন শিক্ষয়িত্রী চেয়েছেন। চাকরীটা কি আমি পেতে পারি?

মনতোষ। আপনার কুয়ালিফিকেশনস্ কি?

মিনতি। প্রাইভেট্ এম-এ, পড়ছি। অর্থাভাবে বইগুলো কিনতে পারিনি। এঁরা কিছু টাকার লোভ দেখিয়েছেন। তাইতো এসেছি এখানে অভিনয় করতে···

মনতোষ। আমার বাবার কাছে দরখাস্ত করেছেন?

মিনতি। আজ্ঞে না। আপনিই মেয়েটির দাদা জেনে,—দরখাস্ত-খানা সঙ্গে এনেছি। এই দেখুন। দয়া করে যদি—

মনতোষ। আমার বাবা বড় কড়া লোক। 'বাই-পোষ্ট' পাঠালেই ভাল করতেন। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা দিন। দেখি কি করতে পারি···আসি এখন—নমস্কার···(যাইতেছিল)

পরেশ। মনতোষ!

মনতোষ। (ফিরিয়া) কি?

পরেশ। কী চমৎকার অভিনেতা তুমি! একটি কুয়ালিফায়েড্ অভিনেত্রীকে ট্যাঁকে গুজবার বেশ ফন্দিটি আঁটলে···যা' হোক···

মিনতি। একখণ্ড জ্বলন্ত আঙারকে ট্যাঁকে গোঁজা যায় না পরেশবাবু!

জীবেন। মনতোষ! নাট্যচক্র যদি ত্যাগই করো—কোনো যাত্রাদলে গিয়ে—রাজা সেজে দাঁড়াও—গোঁফ্-কামানো রাণীর পাশে—বুঝলে?

গজেন। সেখানেও মেয়েরা গিয়ে ঢুক্‌তে আরম্ভ করেছে—

মনতোষ। পশ্চিমী-হাওয়া সর্বত্রই বইবে—তা' বুঝতে পারছি—উপায় নেই।

মিনতি। যুগের হাওয়া কেউ এড়াতে পারে না মনতোষবাবু!

মনতোষ। তবু চেষ্টা করবো—পুবের হাওয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে বেঁচে থাকতে। পশ্চিমমুখো কখ্‌খনো হবো না।

(প্রস্থান)

মিনতি। তা'হলে আমিও এখন আসি মিঃ খাস্তগীর?

খাস্তগীর। সে কি মিনতি দেবী! রিহার্সেল দেবেন না?

মিনতি। আজ্ঞে না। চাকরীটা যদি পাই, আপনাদের এখানে আস্‌বার ইচ্ছে নেই আর।

পরেশ। আমার একটা সামান্য পরিহাসে চটে গেলেন বুঝি? আপনি তো ভয়ানক 'টাচি' দেখছি!

মিনতি। পরিহাসটা সামান্য হলেও—তার ইঙ্গিতটা অসামান্য!

খাস্তগীর। মনতোষ নায়ক না সাজলে, আপনিও সাজবেন না নায়িকা—এ পরিহাস তো প্রমাণ করেই চলে যাচ্ছেন?

মিনতি। আজ্ঞে না। মনতোষবাবুর গোঁড়ামীর পক্ষপাতী আমি নই। নাচতে নাবলেই মেয়েদের পা ভাঙে—এ ভয় আর যেই করুক, আমি করি না।

পরেশ। তবে চলে যাবার কারণটা কি?

মিনতি। কারণটা নিতান্তই ব্যক্তিগত। যাবার সময় বিশেষভাবে আপনাকেই একটা অনুরোধ জানিয়ে যাই পরেশবাবু!

পরেশ। কি অনুরোধ—বলুন?

মিনতি। এই অর্থ-সঙ্কটের দিনে—বিপন্না মেয়েদের যদি এই পথে টানতেই চান—দয়া করে তাদের অভাবের সুযোগটা নেবেন না! তাদের সামাজিক মান-ইজ্জতের দিকেও একটু দৃষ্টি রাখবেন···

পরেশ। তার মানে?

মিনতি। তার মানে—একটি বিপন্না—বিবাহিতার কাছে আপনার এই প্রেম-পত্র! পত্রখানা একটু পড়ে দেখবেন মিঃ খাস্তগীর। তারপর পুড়িয়ে ফেলবেন। আসি এখন, নমস্কার···

(প্রস্থান)

খাস্তগীর। (একটু পড়িয়া) এ সব কি পরেশ?

পরেশ। (হাসিয়া) মেয়েটাকে একটু পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম!

খাস্তগীর। পরীক্ষা? পরীক্ষককে কান মলে দিয়ে গেল তো? ছি—ছি—ছি···

গজেন। এখন কি হবে?

পরেশ। যে দেশে সতীলক্ষ্মী মিনতি নেই, সে দেশ বুঝি অন্ধকার? দাম্ভিক মেয়ে! আর্ট ফর আর্টস্ সেক—যে বোঝে না—তাকে দরকার নেই!

গজেন। কোহিনুরকে ডেকে আনবো পরেশদা? সেই সাজবে দ্রৌপদী?

পরেশ। কোহিনুরও কম পায়াভারী হয়ে ওঠেনি।

খাস্তগীর। চাঁদীর চাবুক আছে আমার হাতে। আমি ডাকছি—শুনলেই আস্‌বে। যাও গজেন! নিয়ে এসো তাকে (গজেনের প্রস্থান)। একটা কথা ভাবছি পরেশ!

পরেশ। কি?

খাস্তগীর। ও 'দ্রৌপদী' এখন থাক্—ভবতোষ বাবুর লেখা—'ভাঙাগড়াই' রিহার্সেলে দাও। মনতোষ চলে গেল। এখন তার বাবাকেই পেট্রন করে নেওয়া দরকার। খুব উৎসাহী তিনি।

পরেশ। 'শীতল শর্মার' রোলে নাববে কে?

খাস্তগীর। চুড়ামণি ঠাকুরকে চেন তো? চমৎকার অভিনেতা! শীতলশর্মা তিনি, অগ্নিশর্মা তুমি, আর 'বিদ্যুল্লতা' কোহিনুর!

পরেশ। কোহিনুর একটা রাঙামুলো! রেড্-র‍্যাডিশ! তাকে দিয়ে 'বিদ্যুল্লতা' হবে না সার!

খাস্তগীর। তাকেও পরীক্ষা করা হয়ে গেছে নাকি? পরীক্ষক-মশাই, আর নষ্টামি কর না এ নাট্যচক্রে! এটা ইউনিভারসিটি নয়। দয়া করে—এটাকে 'মেয়ে-পরীক্ষা-কেন্দ্র' গড়ে তুলো না। যাচ্ছি আমি রায়বাহাদুরের কাছে! কোহিনুর এলে বলো—আমার জন্যে অপেক্ষা করতে।

জীবেন। চিয়ার্ আপ্ অগ্নিশর্মা! এত মুষড়ে গেলে কেন ভাই? পরীক্ষা চালাও। গজেন রিক্রুটার ভালো। আরো কত এনে হাজির করবে—

পরেশ। যা' যা' এয়ারকি করিস্‌নে। (প্রস্থান)

জীবেন। হা—হা—হা (প্রস্থান)

(সিফট্)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ভবতোষের কক্ষের বহির্ভাগ

কাল—পূর্বাহ্ন

(দৃশ্য—ভবতোষের প্রবেশ। পিছনে বাদল চূড়ামণি।)

ভবতোষ। আচ্ছা, চূড়ামণি! তাহলে কি তুমি বলতে চাও, আমাদের এই সহর—কলকাতা থেকে তোমাদের পাড়াগাঁই ভাল?

চূড়ামণি। আজ্ঞে, সহরে চলছে—'নূতনের নেশা'—আর পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছে 'পুরাতনের মোহ'। নেশাও ভাল নয়, মোহও ভাল নয়—

ভবতোষ। তা হলে ভালটা কি?

চূড়ামণি। যা ভাল, তাই ভাল—

ভবতোষ। মানে হল না—

চূড়ামণি। আসল কথা হচ্ছে। গেঁয়ো ভূতদের ধারণা—

ওরা, নূতন কিছুই নয়।

রং-রিপুতে পুরাতনের নূতন পরিচয়।

নূতন কথা কেউ বলে না কাব্যে-ইতিহাসে—

পুরাতনই নূতন ঢংয়ে ফিরে ফিরে আসে।

গলার জোরে বলছে ওরা—'জয় নূতনের জয়!'

ভবতোষ। তাই নাকি? আচ্ছা—দেখি তোমার দাঁত?

চূড়ামণি। তাহলে কি একটু হাস্‌বো?

ভবতোষ। ঘোড়ার মত হেস না। মানুষের মত, শিক্ষিত ভদ্র লোকের মত হাসো…

চূড়ামণি। ভদ্রলোকরা তো দাঁত বের ক'রে হাসেন না? মুখটিপে মুচ্‌কি হাসাই ভদ্রতা। গেঁয়োভূতরাই হাসে—চি হিঁ হিঁ হিঁ…

ভবতোষ। আঃ থামো। আচ্ছা চূড়ামণি, তুমি তো আমার সমবয়সী বাল্যবন্ধু। ছোটবেলার কথা সব, মনে আছে?

চূড়ামণি। কেন থাক্‌বে না রায়বাহাদুর!

ভবতোষ। ক্ষমা তো ছিল—তোমারি মামাতো বোন্?

চূড়ামণি। আজ্ঞে হ্যাঁ…

ভবতোষ। ক্ষমার মেয়ে মায়াকে তুমি নিশ্চয়ই চেনো?

চূড়ামণি। কেন চিন্‌বো না? আমি যে তার মামা।

ভবতোষ। মায়ার কোন খবর রাখো?

চূড়ামণি। আজ্ঞে না। তার বিয়ের রাত্রে ঘটলো এমন একটা দুর্ঘটনা, যার ফলে ক্ষমা মরলো গলায় দড়ি দিয়ে—আর মায়া হল নিরুদ্দেশ।

ভবতোষ। হ্যাঁ, তা' জানি—

চূড়ামণি। আপনি জানলেন কি করে?

ভবতোষ। চুপ—মনতোষ আস্‌ছে।

(মনতোষের প্রবেশ)

খবর কি মনতোষ?

মনতোষ। মৃণাল এসেছে।

ভবতোষ। শীলাকে নিয়ে যেতে চায়?

মনতোষ। হ্যাঁ।

ভবতোষ। বলে দাও—পাঠাবো না।

মনতোষ। কেন?

ভবতোষ। বটে? কৈফিয়ৎ চাও?

মনতোষ। একি অন্যায় কথা বাবা! মৃণাল অতি গরীব ইস্কুল মাষ্টার বলে কি বড় লোকের আদুরে মেয়ে স্বামীর ঘর করবে না?

ভবতোষ। হু। দেখি তোমার দাঁত?

মনতোষ। কেন?

ভবতোষ। দাঁতের সঙ্গে পেটের—আর পেটের সঙ্গে মাথার সম্বন্ধ, খুব ঘনিষ্ট। দুনিয়ার সব অশান্তি আর উদ্বেগের মূলে—মুড়ি আর ভুড়ির অসুস্থতা। দাঁত ভাল রাখবার চেষ্টা করো। মৃণালকে স্পষ্ট বলে দাও—শীলাকে পাঠাবো না।

মনতোষ। মৃণালের অপরাধ কি?

ভবতোষ। অপরাধের কথা সে জানে—

মনতোষ। সে বলছে, জানে না।

ভবতোষ। আমি বলছি জানে। ও গঙ্গাধর! বলি ও গঙ্গাধর বাবু! হারামজাদা যে গেল কোথায়? দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও—তাকে দূর করে তাড়িয়ে দাও গে। আমার আদেশ!

মনতোষ। অনেকগুলো পিটিশান্—এসেছে।

ভবতোষ। কিসের পিটিশান্?

মনতোষ। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে শীলার জন্যে—যে গার্ডিয়ান টিউটরেস্ চেয়েছিলেন।

ভবতোষ। ও, হ্যাঁ, পিটিশানগুলো আমার টেবিলের উপর রেখে দাওগে—দেখবো। মহামান্য গঙ্গাধর বাবুকে একবারটি পাঠিয়ে দিও—যাও।

(মনতোষের প্রস্থান)

চূড়ামণি!

চূড়ামণি। আজ্ঞে

ভবতোষ। তুমি যে চাল খাও—তা' ঢেঁকিছাঁটা না কলছাঁটা?

চূড়ামণি। কলকবজার ধার আমরা ধারিনা।

'ঢেঁকির উপর নেত্য করেন, আমার নেত্যকালী
ভাতটি রেঁধে, ফ্যানটুকু না-গালি'—
ঢালেন আমার পাতে!

ভবতোষ। তাই নাকি? সফেনান্ন?

চূড়ামণি। নুন-লঙ্কা নাইবা জুটুক দুঃখ কিবা তাতে,

মুখের রুচি, পেটের খিদে, থাকলে কি চাই আর ?
ঢেঁকির উপর নেত্যকালীর নেত্য চমৎকার।
হা হা হা হা—

ভবতোষ। থাক্ থাক্ আর হেসো না—শীলা! শীলা!

(শীলার প্রবেশ)

শীলা। কি বাবা ?

ভবতোষ। তোর মাকে ডাক্‌তো—

শীলা। ওই যে আস্‌ছে।

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

অন্নপূর্ণা। মৃণাল এসেছে।

ভবতোষ। চরিতার্থ হয়েছি! আমি তো মাথার দিব্যি দিয়ে ডেকে পাঠাইনি ? শাশুড়ী তুমি। দুটো মিষ্টি কথা বলে, বিদেয় করে দাও গে। আমার কাছে এসে কেন কটু কথা শুন্‌বে ? গলা ধাক্কা খাবে ?

(লজ্জিতভাবে শীলার প্রস্থান)

অন্নপূর্ণা। তুমি কি ক্ষেপে উঠ্‌লে ? ছল্‌ছল্ চোখে মেয়েটা চলে গেল—ছি ছি ছি!

ভবতোষ। ছল্-ছল্ চোখে কেন ? শীলা কি যেতে চায় সেই পশুটার সঙ্গে ?

অন্নপূর্ণা। তোমার চোখে মৃণাল পশু। কিন্তু শীলার চোখে দেবতা। বয়সের মেয়ে—চাঁদের মত জামাই! মেয়েটার মনের খবরও কি রাখতে নেই!

ভবতোষ। চাঁদের মত জামাই ?

অন্নপূর্ণা। তা' নয়তো কি? মৃণালের মত সুদর্শন-সুপুরুষ— হাজারে একটি মেলে না।

ভবতোষ। আচ্ছা, সেই সুপুরুষকে পাঠিয়ে দাওগে বাইরের ঘরে। ওরে গঙ্গাধর!

(অন্নপূর্ণার প্রস্থান। গঙ্গাধর বহুক্ষণ আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া)

গঙ্গাধর। আমি তো অনেকক্ষণ এসে দাঁড়িয়ে আছি—আপনার পিছনে।

ভবতোষ। আমার পিছনে কি দুটো চোখ আছে? সামনে এলে কি গিলে ফেলতাম? তুমি কি রসোগোল্লা?

গঙ্গাধর। কি যে বলেন!

ভবতোষ। আহাহা, রসে ডুবুডুবু! যাও এখন—তেল, তোয়ালে, আর নিমের দাঁতন নিয়ে পুকুরঘাটে যাও। আজ অবগাহন-স্নান করবো। সাঁতার কাটবো ওই চূড়ামণির সঙ্গে। তারপর কথাটা তো বল্‌তে ভুলে গেলাম চূড়ামণি!

চূড়ামণি। কি কথা?

ভবতোষ। শোন গঙ্গাধর! তোর মাকে বলিস্—আজ আমরা খাবো—আতপতণ্ডুলের সফেনান্ন! বুঝলি?

গঙ্গাধর। বাবুর কি মরার ইচ্ছে হয়েছে?

ভবতোষ। কেন সোনার চাঁদ?

গঙ্গাধর। আমরা গরীব চাষা। জল—রোদ্দুর আমাদের যা সহ্য হয় আপনার মত ভদ্দর লোকের তা' সইবে কেন?

ভবতোষ। ওই পণ্ডিত বাদল চূড়ামণি ছড়াদার পল্লী-কবি। তোর মত চাষা নয়। সেও ভদ্দর লোক! তা' জানিস?

গঙ্গাধর। উনিও গরীব। আপনার মত বড়লোক নন। ছোট বড়, উনিশবিশের বিচার কি আর থাকবে না। সবাই হবে সমান?

ভবতোষ। বুঝতে পারছো না বাপধন! উঁচু-নীচু আর থাকবে না।

গঙ্গাধর। কি যে বলেন। বেটে বজ্জাত বিষ্টু বাগদী আর লম্বা বেকুব বলাই বোস হয়ে যাবে মাথায়-মাথায় সমান। আমার মা অন্নপূর্ণার পায়ের কাছে কি দাঁড়াতে পারে আমার পেতনী-খেঁদি? হাতের পাঁচটা আঙুল কি কখখনো সমান হয়ে থাকে?

ভবতোষ। ওরে গঙ্গাধর! অসাম্যের মতবাদ এ যুগে প্রচার করিস্‌নে—ঠেঙানি খাবি। যে-কোন সাম্যবাদী সরকার তোকে ফাঁসিতে লটকাবে। আচ্ছা, দেখি তোর দাঁত? দেখি, দেখি,—(নিজেই হাঁ করাইয়া দেখিলেন) ওরে বেটা! তুই বেঁচে থাক্‌বি—দাঁতের জোরে আর পেটের জোরে। মাথার জোরে—আমাদের মত ভদ্রলোকের বেঁচে থাকার দাবী আর বেশি দিন নেই। চালে কাঁকর, আটায় তেঁতুল-বীচি আর তেলে শিয়াল-কাঁটা—তোর পেটে সইবে। আমাদের সইবে না।

গঙ্গাধর। ওই সব ভেজালদারদের ফাঁসি হবে না—হবে আমার? কি যে বলেন!

(প্রস্থান)

ভবতোষ। চলো চূড়ামণি! আগে সুদর্শন সুপুরুষ জামাতা-বাবাজীবনের সঙ্গে মোলাকাত করি। তারপর তোমার সাথে অবগাহন ও সন্তরণ, অর্থাৎ এ যুগে বেঁচে থাকার চেষ্টা! চলো, চলো···

(সিফট্‌)

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—ভবতোষের বৈঠকখানা

কাল—দ্বিপ্রহর।

(দৃশ্য—মৃণাল ও শীলা দাঁড়াইয়াছিল।)

শীলা। সত্যি বলতো—কেন বাবা তোমার উপর এতখানি চটেছেন ?

মৃণাল। জানি না।

শীলা। দোহাই তোমার, ঝগড়া-ঝাটি ক'র না। যা বলেন, সহ্য করো। এখুনি আস্‌বেন। পালাই আমি। (প্রস্থান)

(ভবতোষ ও চূড়ামণির প্রবেশ)

ভবতোষ। (বসিয়া) বসো মৃণাল! চূড়ামণি, দরজা-জান্‌লা বন্ধ কর। পাখাটা চালিয়ে দাও। তারপর, মৃণাল! আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো ?

মৃণাল। কি প্রশ্ন—বলুন ?

ভবতোষ। আমার শীলাকে বিয়ে করার দু'বছর আগে, তুমি কি মায়া নামে আর একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলে ?

মৃণাল। আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা অসম্পূর্ণ বিয়ের 'বলি' হয়েছিলাম আমি।

ভবতোষ। 'বলি' হয়েছিলে, মানে ?

মৃণাল। বিয়ের রাত্রেই বাবা আমাকে বাধ্য করেছিলেন মেয়েটিকে ত্যাগ করতে।

ভবতোষ। কারণ ?

মৃণাল। মেয়েটির মা ছিলেন—চরিত্রহীনা বিধবা। তার কোন উপপতিই নাকি বহন করেছিলেন বিয়ের ব্যয়ভার।

চূড়ামণি। (চমকিয়া) কী ভয়ানক কথা! আপনার জামাই-বাবাজীই কি আমাদের সেই মায়ার বর? ক্ষমার মৃত্যুর কারণ?

ভবতোষ। আঃ! চুপ করো চূড়ামণি! আচ্ছা মৃণাল! শীলাকে বিয়ে করার পূর্ব্বে এ কাহিনী কেন গোপন রেখেছিলে? কেন আমাকে জানতে দাওনি, তোমার আর-একটা বৌ আছে?

মৃণাল। শীলা ছাড়া অন্য কোন বৌ নেই আমার। মায়াকে বৌ বলে স্বীকার করি না। আমি জেনেছি—সেও তার মার মতই দুশ্চরিত্রা!

ভবতোষ। আমি জানতে চাই—মায়া এখন কোথায়?

মৃণাল। বোধ হয়—কোনো কুৎসিৎ পল্লীতে বাস করছে।

ভবতোষ। শাট-আপ্—ছোটলোকের বাচ্চা! মায়াকে আমি চাই। খুঁজে আনো তাকে।

মৃণাল। কেন বলুন তো?

ভবতোষ। মেয়েটিকে আমি পুত্রবধূ সাজিয়ে ঘরে আনবো!

মৃণাল। বলেন কি? তার মত চরিত্রহীনাকে—করবেন পুত্রবধূ?

ভবতোষ। কী চরিত্রবান-মহাপুরুষ তুমি! একটা নিরপরাধ মেয়ের জীবনটা ব্যর্থ করে দিয়েছ। সে কোথায় আছে—কি করছে—খোঁজটাও রাখো না? নির্লজ্জ কাপুরুষ!

মৃণাল। আমি নিশ্চয় জেনেছি—সে অতি উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রহীনা!

ভবতোষ। তোমার জিভ্ টেনে ছিঁড়ে ফেল্‌তে ইচ্ছে করছে। যাও, তাকে খুঁজে আনো। নইলে শীলাকে পাঠাবো না তোমার কাছে—যাও!

(মৃণালের প্রস্থান)

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

অন্নপূর্ণা। শীলা কাঁদ্‌ছে···

ভবতোষ। কাঁদবেই তো! মায়াকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত শীলাকে কাঁদ্‌তেই হবে—

চূড়ামণি। কী আশ্চর্য! এমন ছেলেকে কন্যা সম্প্রদান কেন করেছিলেন রায়:বাহাদুর?

ভবতোষ। একালে ছেলে মেয়েরা পরস্পরের লাভে পড়ছে। সেকালে শাশুড়ীরা পড়তেন—জামাইদের লাভে। রাণাঘাট ষ্টেশনে—ওই রাঙা-টুকটুকে মাকালটিকে দেখে অন্নপূর্ণা পাগল হয়ে উঠেছিলেন, জামাই করতে। ছেলেটি সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধানের সুযোগটুকুও দেননি আমাকে। (অন্নপূর্ণার প্রতি) যাও এখন মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদোগে? (চোখ মুছিতে মুছিতে অন্নপূর্ণার প্রস্থান) আসল ঘটনাটা শুন্‌বে চূড়ামণি?

চূড়ামণি। কি বলুন তো?

ভবতোষ। মায়ার মা ক্ষমার যে উপপতির কথা মৃণাল বল্‌লো —সে হচ্ছি আমি!

চূড়ামণি। বলেন কি? কী সর্বনাশ!

ভবতোষ। মিথ্যা অপবাদ! তুমি বলো পাড়াগাঁ স্বর্গ। আমি দেখেছি সেখানে নরকের বিভীষিকা! মিথ্যা অপবাদ দিয়ে— গেঁয়ো ভূতরা একটি সতীলক্ষ্মীকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে বাধ্য করেছিল। বিয়ের রাত্রেই মায়াকে গাঁ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। আমার মাকে মনে আছে?

চূড়ামণি। (কপালে করজোড় ঠেকাইয়া) প্রাতঃস্মরণীয়া মা—জগদম্বা!

ভবতোষ। মনে পড়ে—তুমি তখন আসামে। সেই সময়ে কিছুদিন ক্ষমা ছিল—মা জগদম্বার রাঁধুনী-বামনী।

চূড়ামণি। তাই নাকি?

ভবতোষ। হ্যাঁ। লক্ষ্মী মেয়েটি। মা তাকে খুব ভালবাসতেন। মার আদেশে—ক্ষমার মেয়ে মায়ার বিয়ের সব ব্যয়ভার বহন করতে রাজী হয়েছিলাম আমি। এই কলকাতা থেকে বরাভরণ—বরশয্যা যা পাঠিয়েছিলাম—তা' দেখে গেঁয়ো-কুচক্রীদের বুক—ঈর্ষায় জ্বলে উঠেছিল!

চূড়ামণি। পাড়াগাঁয়ে ওইটাই মহৎদোষ? কেউ কারো ভাল দেখ্‌তে পারে না—

ভবতোষ। ক্ষমা আর তার মেয়ে—মায়ার কথা মনে পড়লে—আজও আমার চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে। সত্যি বলছি চূড়ামণি! লজ্জাশীলা ক্ষমার মুখখানাও কখনো দেখিনি আমি। মার পরিচর্যা সে করতো—ঘোমটায় মুখ ঢেকে। মায়া থাকতো দেশে—তার এক মাসীর কাছে। তাকে তো আমি, চিনিই না—

চূড়ামণি। সত্যিই এ বড় পরিতাপের বিষয়। ক্ষমা তো চলেই গেছে। আজ থেকে মায়াকে আমি খুঁজবো—

ভবতোষ। হ্যাঁ, খোঁজো। শুধু সেই কারণেই তোমাকে চিঠি লিখে ডেকে—পাঠিয়েছি। মায়াকে আমি চাই। ক্ষমার মেয়ে মায়া কখ্‌খনো চরিত্রহীনা হতে পারে না। মৃণাল মিথ্যাবাদী! গঙ্গাধর!

গঙ্গাধর। (নেপথ্যে) যাই বাবু—

ভবতোষ। তুমি পুকুরঘাটে যাও চূড়ামণি! তেল মেখেই যাচ্ছি আমি···

চূড়ামণি। আমার একটু দেরি হবে কিন্তু—

ভবতোষ। কেন?

চূড়ামণি। একবারটি মাঠে যাবো—বত্তিকে ফাঁকি দিতে—

ভবতোষ। তার মানে?

(তেল-তোয়ালে লইয়া গঙ্গাধরের প্রবেশ)

চূড়ামণি। খায়-না-খায়—তিনবার যায়—তার কড়ি বত্তি না পায়!

ভবতোষ। ও, বুঝেছি। আচ্ছা, বত্তিকে ফাঁকি দিয়ে একটু শীগ্‌গীর ফিরে এসো—

চূড়ামণি। যে আজ্ঞে— (প্রস্থান)

ভবতোষ। (নিমডাল চিবাইতে চিবাইতে) তারপর, শ্রীমান গঙ্গাধর! তোর ইচ্ছে—আমি চিরদিন বড়লোক থাকি—আর তুই গরীব থেকে করবি আমার পদসেবা। এই তো তোর কথা?

গঙ্গাধর। কি যে বলেন বাবু! (পায়ে তেল ডলিতে ডলিতে) মা-বাপ আছে বলেই তো না-বালক ছেলে-মেয়েরা বেঁচে থাকে—

ভবতোষ। ওরে বেটা পঞ্চাশ-বছরের ধাড়ী! তুই না-বালক? এখনকার ছেলে-মেয়েরা মা-বাপের সমান অধিকার চাইছে। লঘু গুরু ভেদবুদ্ধি সমাজে আর রাখতে চাইছে না তারা, তা জানিস্?

গঙ্গাধর। কি যে বলেন। ছোট বড় না থাকলে—স্নেহ, মমতা, ভালবাসা—এগুলো থাকবে কোথায়? একাকার করতে চায়—যারা পাগল! পাগল!—

ভবতোষ। ওরে গঙ্গাধর! আগে ছিল—মানুষের বুক আর মুখ খুব কাছাকাছি। এখন, বুক যাচ্ছে দূরে সরে। মুখ চল্‌ছে—মাথার নির্দেশে! মানুষ খুব বুদ্ধিমান হয়ে উঠ্‌ছে। মাথা বলছে—স্নেহ-ভালবাসার চেয়েও—টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাবটা বড়!—কে?

(মিনতির প্রবেশ) কি চাই?

মিনতি। আমার নাম—মিনতি মুখার্জি—

(মনতোষের প্রবেশ)

মনতোষ। শীলার শিক্ষয়িত্রী-পোষ্টের জন্যে দরখাস্ত করেছেন উনি—

ভবতোষ। হুঁ, আমি এড্‌ভারটাইজ্‌ করেছি—পোষ্টবকস্‌ দিয়ে! 'প্রাইভেট্‌ এড্রেস্‌' পেলেন কোথায়?

মিনতি। এই মনতোষবাবুর কাছে—

ভবতোষ। তাই বুঝি 'রিকমেণ্ডেসন্‌' সঙ্গে নিয়ে বাড়ীতে এসে চড়াও হয়েছেন? কোনো 'চানস্‌' নেই আপনার? আসুন—

মিনতি। দেখুন—আমি বড় বিপন্না। তাই, মনতোষবাবুর হাতে চিঠিখানা দিয়ে ভেবেছিলাম।

ভবতোষ। কেল্লা ফতে করে ফেলেছেন?

মিনতি। ভুল বুঝবেন না। মনতোষবাবু তো আপনার ছেলে?

ভবতোষ। ছেলে নয়, বাবা—তাতে কি হয়েছে? আমার বাবা মনতোষের সঙ্গে আপনার পরিচয় কত দিনের?

মিনতি। বহুদিনের—

মনতোষ। সে কি কথা মিনতি দেবী? এই তো সেদিন প্রথম দেখ্‌লাম আপনাকে নাট্যচক্রে।

ভবতোষ। অভিনেত্রী বুঝি?

মিনতি। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার স্বামী—অন্ধ। মনতোষবাবু আমার অন্ধ-স্বামীর বন্ধু!

মনতোষ। না, না, আপনার স্বামীকে আমি চিনি না। কেন এসব মিছে কথা বল্‌ছেন মিনতি দেবী? আপনার মতলব কি?

মিনতি। মিছে কথা বল্‌ছি? তাহলে কি বুঝবো—অন্ধের বিপন্না বৌয়ের সঙ্গে আলাপ জমাবার পিছনে অন্য কোন মতলব ছিল? চাকরীর লোভ দেখিয়ে বাড়ীতে ডেকে এনে অপমান করলেন তো? আসি তাহলে—নমস্কার— (প্রস্থান)

ভবতোষ। এ সব কি মনতোষ?

মনতোষ। 'ডেন্‌জারাস্‌' মেয়ে!

ভবতোষ। অভিনেত্রী যে! একটু 'ডেন্‌জারাস্‌' তো হবেই। খাস্তগীরের কাছে শুন্‌লাম তুমি নাকি নাট্যচক্রে 'রেজিগনেশন' দিয়েছ?

মনতোষ। হ্যাঁ।

ভবতোষ। কেন বলো তো? সু-অভিনেতা তুমি। এই সব ডেন্‌জারাস্‌ মেয়েদের সঙ্গে মেলা-মেশা করে, নিজেও একটু ডেন্‌জারাস্‌ হতে চেষ্টা করো। নইলে এ যুগে অচল হয়ে পড়বে যে!

মনতোষ। নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী মেয়েটা এসেছিল—অন্য কোন মতলব নিয়ে। হয় তো, একদিন শীলার গয়নার বাক্‌সটা নিয়েই পালাতো—

ভবতোষ। না, না, তেমন একটা পুলিশী-হাঙ্গামায় জড়াবার মত নির্বোধ মেয়ে সে নয়। তার মতলব ছিল, তোমাকেই ঘায়েল করা।

মনতোষ। তার মানে?

ভবতোষ। আধুনিক ছেলেরা যেমন—নীতিজ্ঞান হারিয়ে, বিলিতী জোচ্চুরিতে ওস্তাদ হয়ে উঠ্ছে, মেয়েরাও তেমনি 'ট্রাপিংয়ের' কেরামতি দেখাচ্ছে। বড় লোকের বোকা-ছেলেদের ফাঁদে ফেল্ছে। তোমাদের মত ক্যাবলাকান্তদেরই বিপদ বেশি। সাবধান হও বাবা—ওই মেয়েটার মতই একটু ডেন্জারাস্ হতে চেষ্টা করো—নইলে ঠক্বে—

(ব্যস্তভাবে চূড়ামণির প্রবেশ)

চূড়ামণি। খোকাবাবু! যে মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—তাকে চেন? কি নাম তার?

ভবতোষ। কেন হে চূড়ামণি? মেয়েটিকে চেন না কি?

চূড়ামণি। মনে হল, ওই তো ক্ষমার মেয়ে মায়া!

ভবতোষ। (চম্কাইয়া) মায়া! ঠিক দেখেছ?

চূড়ামণি। মায়াকে ছোট দেখেছি। তার চেহারা ঠিক মনে নেই। কিন্তু, ক্ষমাকে তো ভুলিনি? খুব স্পষ্টই মনে আছে। মেয়েটিকে দেখে—ক্ষমা মনে করে চম্কে উঠেছিলাম—

ভবতোষ। তাই নাকি? মনতোষ। ছুটে যাও—মেয়েটিকে ফিরিয়ে আনো। নিশ্চয়ই—বেশি দূর যায়নি—

মনতোষ। আমি পারবো না—

ভবতোষ। চূড়ামণি! তুমিই যাও। অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছি। হয়তো আস্বেনা। তবু একটু চেষ্টা করে এসো—

চূড়ামণি। এতক্ষণ বড় রাস্তায় পড়ে—বাসে উঠেছে। ধরা যাবেনা—

ভবতোষ। আমার গাড়ী নিয়ে 'ফলো' করো। যেখানে বাস থেকে

নামবে, সেখানেই গাড়ী থামাবে। আচ্ছা, না, থাক্। মনতোষ —দেখি মেয়েটির দরখাস্তখানা? (দেখিয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিকানা আছে। লাউডন ষ্ট্রীট! চূড়ামণি! চলো, সকাল-সকাল নেয়ে খেয়ে, দুজনাই যাবো—টু ড্রেস্ আউট্ দি গার্ল!

মনতোষ। মেয়েটি কলেজে পড়ে—

ভবতোষ। বেশ তো, বিকেলে যাবো! কি বলো চূড়ামণি? আজ খুব সাঁতার কাট্‌বো। গাছে উঠে কাঁচা-মিঠে আম পাড়বো। সেই আম খাবো, কাসুন্দি দিয়ে, তুমি আর আমি, চলো, চলো,—

(টানিয়া লইয়া প্রস্থান)

গঙ্গাধর। খোকাবাবু! ঠেকাও। ওই চূড়ামণি ঠাকুরই বাবুর যম। অবস্থা খুব ভাল মনে হচ্ছে না—

(প্রস্থান)

মনতোষ। মা! ওমা!

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

অন্নপূর্ণা। কি বাবা?

মনতোষ। বাবার মতলব আমি জেনেছি। ওই মিথ্যাবাদী-শয়তান —মিনতি যদি মায়া হয়—তাকে আমি কখ্‌খনো বিয়ে করবো না।

অন্নপূর্ণা। শীলার ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার দেখছি বাবা?

মনতোষ। কি বল্‌ছো পাগলের মত। পরের বিয়ে করা বৌ সে। কপালে রয়েছে সিঁদুর!

অন্নপূর্ণা। তর্করত্ন বলেছেন—মায়ার কুমারীত্ব ঘোচেনি। মৃণালের বৌ সে নয়।

মনতোষ। তার মানে?

অন্নপূর্ণা। শাস্ত্র মতে—সম্প্রদান ও শুভদৃষ্টি বিয়ে নয়। সপ্তপদী-গমন ছাড়া আর্য-বিবাহ অসিদ্ধ। প্রথম বিয়ের রাত্রে—বর যদি মারা যায় ক'নে বিধবা হয় না—

মনতোষ। তা' না হলেও মৃণালের কাছে শুনেছি—মায়া চরিত্রহীনা!

অন্নপূর্ণা। কি যে বলিস্! এম-এ পড়া মেয়ে যদি চরিত্রহীনা হয়—তাহলে তোদের উচ্চ শিক্ষার যে কোন মূল্যই থাকে না বাবা?

মনতোষ। রক্ষে করো মা! মায়া রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ পড়ুক—ষ্টেট্-স্কলারশিপ্ নিয়ে বিলেত যাক্। আরো কিছু ওস্তাদি শিখে আসুক। দোহাই তোমাদের, আমার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করো না ওকে!

অন্নপূর্ণা। তুই তো জানিস্ না—মেয়েটি বহুক্ষণ এসেছে। শীলা আর আমি—অনেক আলাপ-পরিচয় করেছি। চমৎকার মেয়ে—কী মিষ্টি-স্বভাব! আমরা তো জানতাম না—ওই-ই সেই মায়া? ওকে বৌ সাজিয়ে ঘরে আন্‌তেই হবে।

মনতোষ। আবার বলছি মা। মতলবটা ত্যাগ করো। বিধবা-বৌ নিয়ে বসে কাঁদতে হবে—

অন্নপূর্ণা। ছিঃ খোকা! ও কি অলুক্ষুণে কথা? বিধবা হবো আমি। দেখছিস্ না—ওর সাঁতার-কাটার বাই উঠেছে। তোর কি কোন কর্তব্য নেই—

মনতোষ। আমাকে কি করতে বলো?

অন্নপূর্ণা। পুকুর-ঘাটে যা। ও যে পাঁচবছরের খেয়ালী-খোকা তোর। জল থেকে টেনে তোল। মরে যাবে যে!

মনতোষ। পাগল! বেড়ি পরাও—

(প্রস্থান)

অন্নপূর্ণা। মরতে পারলে বাঁচতাম—

(প্রস্থান)

সিফ্‌ট্‌

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—ভবতোষের কক্ষের বহির্ভাগ।

কাল—অপরাহ্ণ।

(দৃশ্য—ভবতোষ অস্থিরভাবে পদচারণা করিতেছিলেন। চোখমুখ ও হাতের ভঙ্গীতে একটি প্ল্যান বাৎলাইতেছিলেন। তাহাব সেই চিন্তাধারা মাইকে শোনা যাইতেছিল।)

(মুক অভিনয়)—বিয়ে দেবই। আমার কথা শুন্‌বে না? ঘাড় ধরে শোনাবো! না শুনলে দূর করে তাড়িয়ে দেব—ত্যাজ্যপুত্তুর করবো! না, না, তবু মায়াকে চাই—

ভবতোষ। গঙ্গাধর! চূড়ামণিকে ডেকে দেতো—

(মুক অভিনয়)—এখনো আস্‌ছে না কেন? পাঁচটা তো বেজে গেছে! তবে কি—আস্‌বে না? আমাকে কি চিনে ফেলেছে?

টাকা নিল কেন? নিশ্চয়ই আস্‌বে—

(চূড়ামণির প্রবেশ)

চূড়ামণি। আমাকে ডাকছেন?

ভবতোষ। মায়া এখনো আস্‌ছে না কেন? তোমার কি মনে হয়—আস্‌বে না?

চূড়ামণি। সে কি আপনাকে চিনেছে?

ভবতোষ। কি করে চিনবে? সেই কারণেই তো তোমাকে সঙ্গে নিলাম না। আমি কি বলেছি—শুনবে?

চূড়ামণি। কি বলেছেন?

ভবতোষ। 'মা! তোমাকে তাড়িয়ে দিয়ে খুব অন্যায় করেছি। একমাত্র ছেলের প্রাণে ব্যথা দিয়েছি। লক্ষ্মীমেয়ে তুমি—এই নাও—তোমার অ্যাপয়েণ্ট্‌মেণ্ট আর একমাসের অ্যাড্‌ভান্স পে—একশো!'

চূড়ামণি। নিয়েছে?

ভবতোষ। নেবে না? আজই তার এম, এ, পরীক্ষার ফি-দাখিলের শেষ দিন। না-নিলে একটা বছর মাটি হবে যে! কোথায় সে থাকে জানো?

চূড়ামণি। কোথায়?

ভবতোষ। লাউডন ষ্ট্রীটের এক খৃষ্টান প্রফেসারের বাড়ীতে। আশী বছরের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোকটি অতি সজ্জন। মায়াকে কি বলে, ডাকে জানো? মিনার্ভা!

চূড়ামণি। তাহলে মেয়েটির জাত নেই বলুন?

ভবতোষ। জাত? মা-সরস্বতীর আবার জাতের বিচার কি? এই মিনার্ভাকে আমি পুত্রবধূ করবোই—

(মনতোষের প্রবেশ)

মনতোষ। বাবা, সেই থাকোমণি দেবী এসেছেন—

ভবতোষ। আস্‌তে লিখেছিলে বুঝি?

মনতোষ। হ্যাঁ, শীলা যে গান শিখ্‌তে চায়। ভদ্রমহিলার উপাধি হচ্ছে 'কুইন অব্‌ মিউজিক'।

ভবতোষ। যাওয়া আসার খরচ দিয়ে বিদেয় করে দাও।

(থাকোমণির প্রবেশ)

থাকোমণি। দেখুন আমি ভয়ানক বিপন্না। (নাকীসুরে কথা বলেন)

ভবতোষ। আমি তো বিপন্ন-ত্রাণ—সোসাইটির সম্পাদক নই? একজন শিক্ষয়িত্রী—চেয়েছি, পেয়েছি। আর তো প্রয়োজন নেই?

থাকোমণি। আমার চেয়ে 'কুয়ালিফ্যায়েড' নিশ্চয়ই পাননি। কেস্‌টা 'রিকনসিডার' করুন দাদা, এই দেখুন আমার 'সারটিফিকেট'—'কুইন অব্‌ মিউজিক!'

ভবতোষ। নেকো-কুইন-অব-মিউজিক? কোথাকার রাজার 'সারটি-ফিকেট'? যান, যান, আমার দরকার নেই—

থাকোমণি। অতি আধুনিক গান কিনা? ওই একটু নাকী হলেই মিষ্টি হয়ে ওঠে!

(গাহিল) বলি, বলি, ছুটো কথা বলি—
তুমি, শোনো শোনো, প্রিয়তম!
মোরে, ক্ষম, ক্ষম, ওগো মনোরম,
নমো নমো—তুমি অনুপম!
মোরে যেওনা, চরণে দলি দলি—

(লীলায়িত ভঙ্গীতে নতজানু হইয়া ভবতোষের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।)

ভবতোষ। ও বাবা! এ কে রে! বাবা মনতোষ! এ নেকো কুইনের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করো বাবা। দশটা টাকা দিয়ে বিদেয় করে দাও—

থাকোমণি। বড়ো আশা নিয়ে এসেছিলাম দাদা! ব্রোকেন-হার্টে ফিরে যাচ্ছি। ট্রাম-খরচার অন্তত আর একটা টাকা!

মনতোষ। আসুন, আসুন দিচ্ছি—

থাকোমণি। তাহলে আসি দাদা?

ভবতোষ। যে আজ্ঞে, আসুন—। উঃ ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল। (উভয়ের প্রস্থান)

চূড়ামণি। আমি তো ভেবেছিলাম—কোনো সেওড়া-গাছের পেতনী বুঝি—

ভবতোষ। কে জানে—আজকালকার ছেলে-মেয়েরা, গলা ছেড়ে নাকের কসরৎ শিখছে? এমন সব নেকো কুইন তৈরি হচ্ছে!

চূড়ামণি। খোকাবাবুর ইচ্ছে নয় যে শিক্ষয়িত্রী হিসাবে মায়া এসে ঢোকে এ বাড়ীতে।

ভবতোষ। —চুপ মায়া আস্‌ছে। মিনতি বলেই ডাকব তাকে। তুমিও না-চিন্‌বার ভান দেখাবে—এসো এসো মা-মিনতি— গঙ্গাধর! শীলাকে আর তার মাকে ডেকে দেতো!

(মিনতি প্রণাম করিল। শীলার প্রবেশ)

শীলা। মিনতিদি বহুক্ষণ এসেছে বাবা! আমি ওকে ডেকে ওপরে নিয়ে গান শুনছিলাম।

ভবতোষ। তাই নাকি? বেশ, বেশ! শোন শীলা! তুই আমার

ছোট-মেয়ে—আর এই মিনতি বড় ৫. .যু। ওকে নিজের মত দেখবি। ওঃ কী গরম! চং.., চলো, চূড়ামণি,—এ বেলাও একটু সাঁতার কাটবো—

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

অন্নপূর্ণা। এ বেলাও আবার? বলি, মরবেই সঙ্কল্প করেছ নাকি?

ভবতোষ। মানুষ কিসে বাঁচে—জানো অন্নপূর্ণা! পোষাকে নয়, পরিচ্ছদে নয়, দুধ-ঘী বা মাখমেও নয়, মাছমাংস বা ভেজি-টেবেলেও নয়। ডাক্তারদের ভাইটামিন আর প্রোটিনের গলা-বাজি মিথ্যে—

অন্নপূর্ণা। সত্যি বুঝি শুধু সাঁতার-কাটা?

ভবতোষ। না না, সাঁতার কাটাও নয়। বেঁচে-থাকার মূল উপাদান হচ্ছে—আনন্দ! আনন্দ! লিখে রাখো—আমি বেঁচে-থাকবো একশো কুড়ি বছর! যদি—মহাত্মাজীর মত কেউ আমাকে গুলি করে না-মারে! চলো চূড়ামণি—

(উভয়ের প্রস্থান

মিনতি। বাঃ! চমৎকার মানুষ তো!

অন্নপূর্ণা। পাগল! বদ্ধ-পাগল! কোন দিন 'ভাইটামিন' গিলে, পেটের ব্যথায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। কোনদিন প্রোটিন গিলে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করে—

মিনতি। (হাসিয়া) তাই নাকি?

অন্নপূর্ণা। হ্যাঁ, আজ হঠাৎ সাঁতারের বাই উঠেছে। জানো মা! এতদিন কেন বেঁচে আছে?

মিনতি। কেন বলুন তো?

অন্নপূর্ণা। শুধু আমার এই শাঁখা সিঁদুরের জোরে। নইলে, কবে পটল তুলতো—তার ঠিক নেই। এসো মা তোমাদের খাবার দিগে—

(সিফট্)

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—ভবতোষের শয়ন কক্ষ।

কাল—পূর্বাহ্ণ

(দৃশ্য—ভবতোষ একটা মোটা র‍্যাগ্ জড়াইয়া, গলায় মাফ্‌লার ও পায়ে ষ্টকিং পরিয়া, ওভারকোটে সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া শয্যায় বসিয়া আছেন। পার্শ্বে অন্নপূর্ণা।)

ভবতোষ। সফেনান্নের নিকুচি করেছে ওঃ কী অম্বল! ওরে গঙ্গাধর ভাঙ্ আর একটা সোডা! কী সর্দ্দিরে! বাবা!

অন্নপূর্ণা। আজ আবার একটু সাঁতার কাট্‌বে না?

ভবতোষ। (নাড়ী ধরিয়া) টেম্‌পারেচারও উঠেছে একটু! কিন্তু, কী আশ্চর্য অন্নপূর্ণা! জানোয়ার চূড়ামণির তো কিছু হয়নি?

অন্নপূর্ণা। কেন হবে? সে গেঁয়োভূত, আর তুমি সহুরে-বাবু! তার যা সয়, তোমার তা সইবে কেন?

(চূড়ামণির প্রবেশ)

ভবতোষ। এই যে চূড়ামণি! এসো, এসো, জিজ্ঞাসা করি—মানুষ কি? মাছ, না কচ্ছপ? হয়;তুমি একটি—ক্রোকোডাইল—আর না হয়—হিপোপটেমাস্!

চূড়ামাণ। তাঁদের তো চিনলাম না—রায় বাহাদুর!

ভবতোষ। চিন্‌লে না? তিমি-মৎস্য—নিশ্চয়ই চেনো?

—নদীমুখে মেলি মুখ জল-যন্ত্রাকারে

মৎস্যসহ জলরাশি করিছে গ্রহণ!

শিরোরন্ধ্রে ঊর্দ্ধে জল ফেলিছে ফুৎকারে!

এ জলজন্তুটিকে নিশ্চয়ই চেনো,—কি বলো?

চূড়ামণি। নাম শুনেছি—দেখিনি কখনো—

ভবতোষ। দেখবে? এখানেই আছেন তিনি—

চূড়ামণি। কই, কোথায়?

ভবতোষ। ওই বড় আয়নাটার সামনে গিয়ে একবার দাঁড়াও তো! ওর ভেতরেই আছেন।

চূড়ামণি। তার মানে—আমিই তিনি? হা-হা-হা-হা—

ভবতোষ। থাক্, থাক্, আর হেস না। আমাকে যে জখম করে ফেলেছ হে! চলো, একবার ডাক্তারের ওখানে যাই। গঙ্গাধর! গাড়ী বের করতে বল্—

(উভয়ের প্রস্থান)

গঙ্গাধর। মা! এই ঠাকুর মশাইকে তাড়াও—নইলে সর্বনাশ হবে!

অন্নপূর্ণা। তুই তোর কাজে যা—

(গঙ্গাধরের প্রস্থান—শীলা ও মিনতির প্রবেশ)

শীলা। মা! মিনতিদি পুকুরঘাটে বসে কাঁদছিল—

অন্নপূর্ণা। সে কি? কেন মিনতি?

মিনতি। মা, কেন আমাকে এত ভাল বাসছেন আপনারা? আমি যে সইতে পারছিনে। এতখানি স্নেহযত্ন তো জীবনে কখনো পাইনি মা!

অন্নপূর্ণা। ওমা, সে কি কথা? আমাদের ভালবাসাই কি তোমার দুঃখের কারণ হয়ে উঠ্‌লো?

মিনতি। হ্যাঁ মা, ঠিক তাই। মা নেই, বাপ নেই, শুধু উপেক্ষা আর অবহেলার ভিতর দিয়েই নিজের চেষ্টায় বেড়ে উঠেছি। আপনাদের এত স্নেহযত্নের মর্যাদা কি রাখ্‌তে পারবো?

(কাঁদিল)

শীলা। ছিঃ, কেঁদনা দিদি, কারো চোখের জল সইতে পারিনা আমি, একটা গান গেয়ে মনটা হাল্‌কা করো—

অন্নপূর্ণা। হ্যাঁ, দুবোনে গলা মিলিয়ে গান গাও? তোমাদের চা আর খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি···　(প্রস্থান)

শীলা। দিদি, গাও···

মিনতি। ভাল লাগ্‌ছে না ভাই—

শীলা। কেন? হঠাৎ কি হল তোমার?

মিনতি। বুঝ্‌তেও পারছিনে—বোঝাতেও পারছিনে। সত্যিই—সত্যিই আমার যেন কি হয়েছে শীলা!

(মনতোষের প্রবেশ। মিনতিকে দেখিয়াই ফিরিয়া যাইতেছিল।)

শীলা। চলে যাচ্ছ কেন দাদা? মিনতিদি গান গাইবে! শুনে যাও···

মনতোষ। তুই শোন্‌···

মিনতি। কেন? গান শুন্‌লে কি আপনার জ্বর আসে? মাথা ঘোরে? বুক দুর্‌ দুর্‌ করে?

মনতোষ। দেখুন—লজ্জা ও সঙ্কোচ না থাকলে মেয়েরা বড়ই কুৎসিৎ হয়ে ওঠে!

মিনতি। (হাসিয়া) ট্রামে ও বাসে ঘুরে ঘুরে আপনাদের মত বহু চরিত্রবানের 'টাচে' এসেছি। তাই, ও দুটো জিনিস পিক্‌পকেট হয়ে গেছে!

মনতোষ। আমি যে খুব চরিত্রবান্—এ কথা কি কখনো বলেছি আপনাকে?

মিনতি। আমি যে চরিত্রহীন?—এ কথা তো বলেছেন?

মনতোষ। কাকে বলেছি? (বসিয়া) বলুন কাকে বলেছি—

মিনতি। আপনার অন্ধ বন্ধুকে—

মনতোষ। বাজে বক্‌বেন না। আমার কোন অন্ধ বন্ধু নেই! উচ্চশিক্ষিতা আপনি! অবাক্ হয়ে ভাবছি—কেন এমন মিথ্যাবাদী আপনি? মিথ্যা কথা বলতে কি একটুও বাধে না আপনার?

মিনতি। চরিত্রহীনাকে তো একটু মিথ্যাবাদী হতেই হবে —

শীলা। ঝগড়া ক'রোনা দিদি! একটা গান গাও—

মিনতি। যে কুইন অব্ মিউজিককে ধরে এনেছিলেন—তার মত কি গাইতে পারবো?

শীলা। দাদাকে আর লজ্জা দিও না—

মিনতি। কি শুনবেন মনতোষবাবু? আধুনিক না ক্লাসিক? বাংলা না হিন্দি, তামিল না তেলেগু?

মনতোষ। অষ্টধাতুর শ্রীঅঙ্গুরী আপনি। তা জানি। কিন্তু বেহায়াপনার সীমা ছাড়াবেন না মিনতিদেবী! নমস্কার—

(প্রস্থান)

শীলা। দাদাকে চটিয়ে দিলে কেন দিদি? সত্যিই কি বলেছেন তোমাকে—চরিত্রহীনা?

মিনতি। দুনিয়ার সবাই বলে! তিনিই বা কেন বলবেন না? সত্যি শীলা! চরিত্র যে কি জিনিস—তা আজও বুঝ্‌লাম না—

(জলভরা চোখে গাহিল)

জীবনের অলিগলি, ঘুরেছি তো বহুদিন—
কোথা গিয়ে পৌঁছাবো জানি না, জানি না।
আর কেন ছুটোছুটি—লুটোপুটি পথে-ঘাটে?
এইখানে শেষ-দাড়ি টানি না, টানি না।
আরো বাকি আছে নাকি—সুন্দরী পৃথিবীর?
দেখাশুনা বোঝাপড়া—হতমান নতশির!
ঢালিতেই হবে নাকি, আরো নয়নের নীর
তবু ভাবি আমি অপমানী না—মানি না।

(কাঁদিতে কাঁদিতে ভাঙিয়া পড়িল)

শীলা। থাক্ থাক্—তোমাকে—আর গান গাইতে হবে না দিদি!

মিনতি। (রুদ্ধ আবেগে)

—পথ ছাড়ো, যেতে দাও, দেখেছি তো বহুরূপ!
চারিদিকে গোপনতা, ফিস্‌-ফিস্‌—চুপ চুপ্—
অন্তরে জ্বালায়েছি—যত দীপ—যত ধূপ—
সব নিভে গেছে, তবু এ কপাল মানি না মানি না।

(কপালে হাত রাখিয়া বসিল)

শীলা। মা! মা!

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

অন্নপূর্ণা। কি হয়েছে?

শীলা। দাদার কি অন্যায় বলো তো?

অন্নপূর্ণা। কেন, কি করেছে সে?

শীলা। দিদিকে বলেছে—চরিত্রহীনা! সে কাঁদ্‌ছে—

অন্নপূর্ণা। ওমা, সেকি কথা? না, না, তুমি কেঁদ না মা। আমি তাকে ধম্‌কে দেবো! মিনতিকে নিয়ে তুই ও ঘরে যা শীলা! সেখানেই তোদের চা আর খাবার দেওয়া হয়েছে—

শীলা। না না এ বড় অন্যায়? কেন দাদা ওকে চরিত্রহীনা বল্‌বে?

অন্নপূর্ণা। সে কথা পরে শুন্‌বো। মোটরের হর্ণ শুনছি—এখুনি এসে পড়বেন। যা তোরা পাশের ঘরে। মনতোষকে আমি খুব শাসন করবো—যাও মা, যাও···

(উভয়ের প্রস্থান)

সত্যিই তো এ বড় অন্যায়! খোকা, খোকা!

(উত্তেজিত ভবতোষের প্রবেশ)

ভবতোষ। আর 'খোকা' বলে ডেক না। এতদিন বিয়ে দিলে—একপাল খোকার বাবা হত! খোকা, খোকা, খোকা—কানে যেন জ্বালা ধরে। রাস্‌কেলটা বিয়ে করতেই চায় না! চিরদিন খোকা থাকার সাধ···

(মনতোষের প্রবেশ)

মনতোষ। বাবা, তোমার পায়ে পড়ি—মতলবটা ত্যাগ করো—

ভবতোষ। 'ইউ আর এ্যান্‌ ইডিয়ট্‌'! সোজা জিজ্ঞাসা করছি—শীলার মঙ্গল চাও কি না?

মনতোষ। শীলার জন্যে মরতেও রাজী আছি···

ভবতোষ। তাহলে শোনো বল্‌ছি—মিনতিকে যদি বিয়ে না-করো —শীলার সর্বনাশ হবে···

মনতোষ। কারণ?

ভবতোষ। প্রথম জীবনে ভালবাসা একটা অবাস্তব মোহ। সে মোহ যখন কেটে যায়—মানুষ তখন দাঁড়ায় বাস্তবের মুখোমুখি! যৌবনের স্বপ্ন-বিলাস যায় ভেঙে···

মনতোষ। কি যে বল্‌তে চাও—ঠিক বুঝতে পারছি না···

ভবতোষ। বুঝিয়েই বল্‌ছি। আর দুদিন বাদে উচ্চশিক্ষিতা মিনতি হয়ে উঠ্‌বে—অনেক বেশি লোভনীয় মৃণালের চোখে! অশিক্ষিতা ধনীর দুলালীর দিকে আর ফিরেও চাইবে না সে। লিখে রাখো—একখানা কাগজে···

মনতোষ। মৃণালের কাছেই শুনেছি—মায়া চরিত্রহীনা!

ভবতোষ। চরিত্র, চরিত্র! জিজ্ঞাসা করি—চরিত্র-কথাটার মানে জানো? চরিত্রহীন সে—যে অসিলেটিং—হেজিটেটিং, ইন্‌ভারটি-ব্রেট্‌! কেঁচোর চেয়ে সাপ চরিত্রবান···

অন্নপূর্ণা। মাথা খারাপ! তবে কি চরিত্তির মানে—সাপের বিষ?

ভবতোষ। হ্যাঁ, ঠিক! দাঁতে বিষ থাকে বলেই মানুষ সাপ-দেখে শিউরে ওঠে! কেঁচোকে মাড়ায় দু'পায়ে···

মনতোষ। হা-হা-হা—চরিত্রের কী অপূর্ব ব্যাখ্যা···(হাসিল)

ভবতোষ। হাস্‌ছো?

মনতোষ। বাবা, চরিত্র বিষ নয়—অমৃত! কেঁচোর বিষও নেই,

অমৃতও নেই। তাই সে ঘৃণ্য! চরিত্রবান হওয়া মানে—অমৃতের অধিকারী হওয়া।

ভবতোষ। আমার চোখে ওই মিনতি আজ অপূর্ব চরিত্রবতী। চরিত্রহীন তুমি—মনতোষ, তুমি।

(চূড়ামণির প্রবেশ)

এই যে চূড়ামণি—! বলো, মনতোষ তোমাকে কি বলেছে?

চূড়ামণি। বলেছেন—মিনতিকে বিয়ে করলে—খোকাবাবু নাকি মারা যাবেন।

ভবতোষ। ছি ছি—ছিঃ মনতোষ! এতখানি কাপুরুষতা প্রকাশ করতে একটুও লজ্জা হল না?

চূড়ামণি। শুনলাম—খোকাবাবু নাকি কোন এক সাধুবাবার কাছে মন্ত্র-দীক্ষা নিয়েছেন···

ভবতোষ। তার মানে, সন্ন্যাসী হবেন? আমাকে নির্ব্বংশ করবেন? এই তো? দেখো—মনতোষ—গার্হস্থ্যই শ্রেষ্ঠ আশ্রম। সংসার-ত্যাগী হওয়া দুর্বলচিত্তের পরিচয়। সোজা জানতে চাই মিনতিকে তুমি বিয়ে করবে কি না?

মনতোষ। অনুসন্ধানে যতদূর জেনেছি—মিনতি বৈদেশিক উচ্চ-শিক্ষার একটি বদ্-হজম্! সাহেব-পাড়ায় অনেকদিন বাস করেছে। দেশের মাটির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখেনি···

ভবতোষ। দেশের মাটিও মাটি, বিলিতি মাটিও মাটি। মেয়েরা কোমল কাদা! যে ছাঁচে ঢালবে—ঠিক সেই রূপই নেবে।

মনতোষ। মিনতি আর কোমল কাদা নেই বাবা! সে এখন পোড়া ইট্···

ভবতোষ। তাই যদি বুঝে থাকো।—বেট্ রেখে বল্‌ছি—ওই মিনতির ইটেই শীলার কপাল ভাঙ্‌বে। ইট গুঁড়িয়ে ফাইন শুর্‌কি তৈরির কেরামতিটা দেখাতে হবে—তোমাকেই। পারবে কিনা, জান্‌তে চাই—?

অন্নপূর্ণা। খোকা! আর আপত্তি করিস্‌নে। আমারও বিশ্বাস—মিনতির একটা বিয়ে না-হলে শীলার সর্বনাশ হবে। শীলা যে কত বোকা-মেয়ে—তাতো জানিস্ বাবা?

ভবতোষ। তোমাকে আমি শেষ-কথা জানিয়ে দিচ্ছি মনতোষ! মনযোগ দিয়ে শোনো—আমার তুই মেয়ে শীলা ও মিনতি। তোমার ওই প্রস্তুতির—নির্বুদ্ধিতার জন্যেই শীলাকে দান করেছি—অতি নীচ ও হীন একটি কুপাত্রে।

মনতোষ। মৃণাল সম্বন্ধে তোমার ধারণা ভুল…

ভবতোষ। ওগো সুপণ্ডিত, তর্ক করো না। যা বল্‌ছি শোনো। মিনতিকে বিয়ে কর্‌বার এ সুযোগ তুমি যদি নিতে না চাও, নিও না। তোমার চেয়ে সুপাত্র দেশে ঢের আছে। আমার মা-মিনতি অবিবাহিতা থাক্‌বে না। হতভাগা তুমি! চলো চূড়ামণি! এক হাত দাবা খেলে—অন্যমনস্ক হতে চেষ্টা করি।

(উভয়ের প্রস্থান)

অন্নপূর্ণা। আপত্তি করিস্‌নে খোকা! আমি বল্‌ছি—মিনতি খুব ভাল মেয়ে—

(মিনতি আসিয়া মনতোষের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।)

মনতোষ। হাস্‌ছেন কেন?

মিনতি। সত্যিই মনতোষবাবু! বিশ্বাস করুন, আমি খুব ভাল মেয়ে—(হাসিতে লাগিল)

মনতোষ। অসহ্য, অসহ্য! (প্রস্থান)

মিনতি। (হাসিতে লাগিল)।

অন্নপূর্ণা। সত্যিই মা মিনতি, আমিও বুঝতে পারছি না—তুমি হাসছো কেন?

মিনতি। মনতোষবাবু ঠিক কথাই বলেছেন—আমি চরিত্রহীনা! তাঁর মত চরিত্রবানের সঙ্গে আমার বিয়ে হতেই পারে না মা!

(প্রস্থান)

অন্নপূর্ণা। এ কী মেয়ে রে বাবা! (প্রস্থান)

সিফট্

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—রিহার্সেল রুম

কাল—রাত্রি

দৃশ্য—সকলেই উপস্থিত

খাস্তগীর। শোনো পরেশ! আজ মেকাপ্ নিয়ে ফাইনাল-রিহার্সেল—উইদাউট্ ইন্টারাপসান। যাও, সবাইকে বলো—

গজেন। চূড়ামণি ঠাকুর এসেছেন?

খাস্তগীর। তার মেকাপ্-নেওয়া হয়ে—গেছে। অল্ ক্লিয়ার! আমি হুইসেল দিলেই সিন্ আরম্ভ হবে—(আড়ালে গিয়া) রেডি? (বাঁশী বাজাইলে) রেডি? ষ্টার্ট্

(একটি ছেলে ও একটি মেয়ে তাণ্ডব নৃত্যে প্রবেশ করিল।)

ছেলে। (গান)

মোরা ভাঙ্‌বো, শুধুই ভাঙ্‌বো!
ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়েই, নুতন কিছু আন্‌বো।

মেয়ে। মরণ ছাড়া জীবন মিছে,
সবার নীচে সবার পিছে—
থাকার চেয়ে মরাই ভাল, এই কথাটা মান্‌বো!

ছেলে। জ্বাল্‌বো আগুন দিকে দিকে,
আকাশ-পটেই দেবো লিখে—
বাঁচার নীতি, মরণ-ভীতির বাইরে গিয়ে জান্‌বো।

উভয়ে। ও সনাতন! ও পুরাতন!
জানাই তোমায় নমস্কার—
ঢের জেনেছি—ধর্মনীতির সমাজনীতির রং-বাহার!
মিথ্যে দিয়ে সত্যি ঢাকো
সত্যি দিয়ে মিথ্যে মাখো—
তাবিজ্‌-কবচ, তুক্‌তাকে আর মূল্য নাহি দান্‌বো!

(অতিবৃদ্ধ শীতলশর্মার মেকাপে চূড়ামণির প্রবেশ)

চূড়ামণি। ভাঙলে যত গড়লে নাতো,
—শুধুই ভাঙার নেশায় মাতো!

(অগ্নিশর্মাবেশী পরেশের প্রবেশ)

অগ্নিশর্মা পরেশ—
মোরা ভাঙবো, শুধুই ভাঙবো—

চূড়ামণি। করলে মিছেই এলো মেলো,
যা' ছিল তা' ভালই ছেলো—
পুরাতনের কবর ঢেকে—মিছেই—
নওজোয়ানের আসন পাতো!

পরেশ। ভাঙবো শুধুই ভাঙবো—মোরা!

চূড়ামণি। হ্যাঁ, ভাঙো, হাঁড়ি-কলসী ভাঙো, ঘর ভাঙো, বাড়ী ভাঙো! দোহাই তোমাদের—শুধু আমার এই হু'কো আর কল্‌কে - ভেঙো না—

পরেশ। নিশ্চয়ই ভাঙবো! ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়েই নুতন কিছু আন্‌বো—

(মনতোষকে আসিতে দেখিয়াই)

চূড়ামণি। তার মানে তো বোতল ভেঙে, কল্‌কে ধরবে?

মনতোষ। মিঃ খাস্তগীর কোথায়?

পরেশ। এমন জমাট সিনটা ভেঙে দিলে?

মনতোষ। আমিই সাজবো অগ্নিশর্মা

পরেশ। তুমি সাজ্‌বে না বলেই তো আমাকে সাজ্‌তে হয়েছে— হঠাৎ তোমার এ সুবুদ্ধি হ'ল কে মনতোষ?

(মিনতির প্রবেশ)

মিনতি। তাহলে বিদ্যুল্লতা সাজ্‌বো আমি।

মনতোষ। না, না, তোমার সঙ্গে অভিনয় করবো না আমি।

মিনতি। তাকি হয় মনতোষবাবু? আমরা দুজনই এই নাট্যচক্র ছেড়ে গিয়েছিলাম। আপনি যদি ফিরে আসেন, আমিই বা কেন আসবো না? বলুন?

মনতোষ। তুমি কি আমাকে গেরুয়া না পরিয়েই ছাড়বে না মিনতি ?

মিনতি। আমিও তা'হলে ত্রিশূল হাতে ভৈরবী সাজ্‌বো। আমার চাকরী—শুধু শীলার শিক্ষকতা নয়। আপনার বাবা বলেছেন—আরো পঞ্চাশ টাকা বেশি মাইনে দেবেন, যদি আপনার সংসার-বিবাগী-মনটাকে ঘরে বেঁধে রাখ্‌তে—পারি।

খাস্তগীর। মনতোষ! ওই যে রায়বাহাদুর অডিটোরিয়ামে বসে রিহার্সেল দেখ্‌ছেন। তুমি যদি 'অগ্নিশর্মা' সাজো, আর মিনতি দেবী সাজেন 'বিদ্যুল্লতা'—অত্যন্ত খুসী হবেন তিনি।

মনতোষ। মাপ করবেন—মিনতির সঙ্গে অভিনয় করবো না আমি—

মিনতি। কেন মনতোষবাবু আমার অপরাধ কি? কেন আমার পঞ্চাশ টাকা মাইনে—বৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবেন আপনি ?

মনতোষ। আমি জান্‌তে চাই—মিনতি! তোমার উদ্দেশ্য কি ?

মিনতি। অভিনয় ছাড়া আর কিছুই নয়। কোহিনুরকে যদি সহ্য করতে পারেন, কেন আমাকে অসহ্য মনে করবেন? তাতো বুঝতে পারছিনে ?

মনতোষ। আমি চল্‌লাম— (প্রস্থান)

মিনতি। আমিও তাহলে আসি—মিঃ খাস্তগীর! আরো একটু চেষ্টা করে দেখি—মনতোষবাবুকে রাজী করাতে পারি কিন —

ভবতোষ। (প্রেক্ষাগৃহ হইতে) যেও না মিনতি দাঁড়াও—(উঠিয়া আসিয়া) তুমি কেন যাবে? অগ্নিশর্মা সেজেছে পরেশ! তোমাকেই সাজ্‌তে হবে বিদ্যুল্লতা—

মিনতি। মাপ করবেন। তা' হয় না রায় বাহাদুর! মনতোষ-বাবুই সাজ্‌বেন। চেষ্টা করতে দিন আমাকে। (প্রস্থান)

খাস্তগীর। যা ভাবছেন বা চাইছেন তা হবে না। ওরা জাত-অভিনেতা। ওদের জীবনটাই নাটক। বিয়ে ওরা চায় না।

ভবতোষ। শোন খাস্তগীর! হয় মনতোষের সঙ্গে, আর না হয় পরেশের সঙ্গে মেয়েটাকে বিয়ে দিতেই হবে। নইলে যে আমার শীলার সর্বনাশ! তাকি বুঝতে পারছো না?

খাস্তগীর। সবই তো বুঝতে পারছি—রায় বাহাদুর! কিন্তু, উপায় কি?

ভবতোষ। আচ্ছা, মনতোষকেই বাধ্য করবো। নইলে করবো তাকে—ত্যাজ্যপুত্তুর। থাক্ সে কথা। চালাও রিহার্সেল। এখন তো 'শীতল শর্মার গান'?

খাস্তগীর। আজ্ঞে হ্যাঁ। অল ক্লিয়ার! (হুইসেল দিলেন) রেডি? ষ্টার্ট—

চূড়ামণি। (গাহিলেন)

এই ভাঙা গড়ার দিনে—
ভাঙার নেশায় ভাঙিস্‌নে ভাই!
কোন্‌টা কি—না চিনে!

(দোহার দল) ভাঙাগড়ার দিনে—ইত্যাদি—

মন্দ ভেঙে ভালো গড়িস্—
ক্ষতি কিছুই নাই—
কি যে ভাল—কি যে মন্দ—
আগে জানা চাই।

(জ্ঞানের) কলকে অনেক ভালোরে ভাই!

(মাতাল)　　হস্‌নে বোতল কিনে।

দোহার দল—এই ভাঙা গড়ার দিনে—ইত্যাদি।

চূড়ামণি—　　মহাকাশে উড়লি তোরা
(কেন)　　চন্দ্রলোকের লোভে— ?
(এদিক)　　হানাহানির গুঁতোয় দেখি—
　　এই দুনিয়াই ডোবে!
(বিরোধ)　　বাঁধলো বুঝি আমেরিকায় রে!
(ওরে)　　আর রাশিয়ায় চীনে।

দোহার দল—এই ভাঙাগড়ার দিনে—ইত্যাদি।

চূড়ামণি—　　বুদ্ধি নিতে যাস্‌নে ছুটে—
　　আমেরিকা-রাশা,
(তোদের)　　নিজের ঘরে দেখ খুঁজে ভাই!
　　বুদ্ধি আছে খাসা!
(তোদের)　　কোট্‌প্যাণ্ট পরেনি মুনি-ঋষি—
(বুদ্ধি)　　বেঁধেছে কৌপীনে।

(সিফট্‌)

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—শীলার কক্ষ।

কাল—অপরাহ্ণ।

(দৃশ্য—পালঙ্কে নিদ্রিতা মিনতি। ধীরে ধীরে মনতোষ প্রবেশ করিল। চোরের মত সন্তর্পণে শিয়রে গিয়া বসিল। রুমালের সাহায্যে মুছিয়া দিল—মিনতির সিঁথির সিঁদুর।)

মিনতি। (হঠাৎ জাগিয়া) একি! আপনি এখানে কেন? শীলা কোথায়?

মনতোষ। মায়া!

মিনতি। মায়া? (পালঙ্ক হইতে নামিয়া) কে বলেছে—আমি মায়া? না, না, আমার নাম মিনতি—

মনতোষ। তোমার সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়েছি।

মিনতি। মুছে দিয়েছেন? (আয়নায় দেখিয়া) কেন? কেন মুছে দিয়েছেন? আপনার মতলব কি? কি ভেবেছেন আমাকে?

মনতোষ। মতলব আমার নয়। রায় বাহাদুর ভবতোষ রায়ের। মা—বাবার ঐকান্তিক অনুরোধে, আর শীলার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে —আবার নতুন সিঁদুর পরিয়ে দেব? পরশু শুভদিন আছে—

মিনতি। তাই নাকি? এই দুশ্চরিত্রাকে বিয়ে করতেও রাজী? বলেন কি? এ কুবুদ্ধি কখন হল?

মনতোষ। আমি তোমাকে দুশ্চরিত্রা বলিনি মায়া! বলেছে মৃণাল। বিয়েটা অসম্পূর্ণ রেখে, সেই তোমাকে করেছে লোকসমাজে অপমান। সে অপমানের স্মৃতি কেন রাখবে কপালে?

মিনতি। একটি অসহায় মেয়েকে নিজের বাড়ীতে পেয়ে, আপনিও কম অপমান করলেন না মনতোষবাবু! বড়লোকের ছেলে আপনি। তাই বুঝি গরীবের মেয়ের গায়ে হাত দিতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করেননি?

মনতোষ। মায়া! রাগ করোনা। সত্যি বল্‌ছি—কোন দুরভিসন্ধি নেই আমার মনে। ক্ষমা করো, মায়া!

মিনতি। সরে দাঁড়ান। মনে রাখবেন—আমি পরস্ত্রী!

(কিছু পূর্বে শীলা আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়াছিল।)

শীলা। (ক্রুদ্ধভাবে) দাদা!

মনতোষ। (লজ্জিতভাবে সরিয়া গেল)

শীলা। এখুনি যাচ্ছি বাবার কাছে—

মনতোষ। ওরে শীলা! ওকে তুই চিনিস্ না—

শীলা। তার মানে?

মনতোষ। ও মিনতি নয়—মায়া।

তোর সতীন! তা' জানিস্?

শীলা। হোক সতীন, তবু সে পরস্ত্রী।

কেন তুমি তার গায়ে হাত দেবে? বাড়ীতে পেয়ে—এভাবে অপমান করবে?

(ভবতোষের প্রবেশ)

ভবতোষ। না না, মায়া পরস্ত্রী নয়। ওর সিঁদুর মিথ্যে। আমার আদেশেই মনতোষ মুছে দিয়েছে।

শীলা। সে কি কথা বাবা?

ভবতোষ। পরশুই মনতোষের সঙ্গে ওকে বিয়ে দেব আমি—

মিনতি। তাই নাকি হাহাহা···কোন্ অধিকারে? সে কর্তৃত্ব কে দিচ্ছে আপনাকে? আপনি আমার কে রায়বাহাদুর?

ভবতোষ। ক্ষমা তো বেঁচে নেই? এ প্রশ্নের জবাব সেই দিতে পারতো। যাক্ সে কথা। শীলা এখুনি তোকে রওনা হতে হবে—চূড়ামণির সঙ্গে। অন্নপূর্ণা! অন্নপূর্ণা!

শীলা। কোথায়, বাবা?

ভবতোষ। মৃণালের এক বন্ধু 'তার' করেছে। মৃণাল ভয়ানক পীড়িত। জীবন-সংশয় অবস্থা…। (অন্নপূর্ণার প্রবেশ) অন্নপূর্ণা! শীলাকে নিয়ে যাও। রওনা করে দাও (উভয়ের প্রস্থান) চূড়ামণি অপেক্ষা করছে…

মিনতি। রায়বাহাত্বর! যা বল্‌লেন—তাকি সত্যি? শীলাকে সরিয়ে দেবার মিথ্যা উজুহাত নয় তো?

ভবতোষ। বিশ্বাস হল না? এই দেখো…(মিনতি টেলিগ্রামখানা হাতে লইয়া বিমর্ষ হইল।)

মনতোষ! তর্করত্নকে একবারটি ডেকে আনো…। গঙ্গাধর! গাড়ী বের করতে বল্‌…।

মিনতি। মনতোষবাবু। শুধু আমার সিঁত্বর মোছেননি। বোধ হয় —আপনার বোনেরও মুছেছেন…

ভবতোষ। না, না, শীলা বিধবা হবে না। টাকা পাঠিয়েছি। প্রয়োজন হলে—এই কলকাতার আরো ত্বচারজন বড় বড় ডাক্তার পাঠাবো…

মিনতি। শুধু টাকা আর ডাক্তারের ভরসা করবেন না। বড়লোকরাও মরে।

ভবতোষ। বাজে বকো না। এই বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের প্রাণ বাজারে কিন‌্তে পাওয়া যায়…তা' জানো?

মিনতি। আমার একটা অনুরোধ রাখবেন রায়বাহাত্বর?

ভবতোষ। কি?

মিনতি। শীলার মঙ্গল যদি চান, আমাকেও পাঠিয়ে দিন্ তার সঙ্গে…

ভবতোষ। কখ্খনো না। পরশুই—মনতোষের সঙ্গে তোমার বিয়ে। তারপর—গাঁটছড়া বেঁধে যেখানে খুসী যাবে। মনতোষ! আমিই যাচ্ছি—তর্করত্নের কাছে। তুমি চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখবে—মিনতির গতি-বিধির উপর। দারোয়ানদেরও বলে রাখছি…

(প্রস্থান)

মনতোষ। (হাসিতেছিল)

মিনতি। হাস্ছেন কেন মনতোষবাবু?

মনতোষ। ভাব্ছি তুমি কি মায়া? একটি দিনের জন্যেও যে তোমাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেনি—সেই মৃণাল তোমার কে?

মিনতি। কে বলেছে গ্রহণ করেননি? জানেন তাঁর টি, বি, হয়েছিল?

মনতোষ। টি,বি?

মিনতি। আজ্ঞে হ্যাঁ, টিউবারক্লোসিস্! দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করে, আমিই তাকে চিকিৎসা করিয়েছি। নিজে নার্স সেজে, হাস্পাতালে রেখে…সেবা ও শুশ্রূষাও করেছি…

মনতোষ। শীলাকে বিয়ে করার আগে?

মিনতি। হ্যাঁ। অনেক রক্ত দিয়েছি। আমারি সেবা-শুশ্রূষায় রোগ সেরে গেল। অপূর্ব স্বাস্থ্যলাভ করলেন। (কাঁদল)

মনতোষ। তারপর?

মিনতির। তারপর রাণাঘাট—ষ্টেশনে। একদিন, আপনার মা দেখলেন—সেই সুন্দর—সুপুরুষ যুবকটিকে। তারপর যা' ঘট্লো—তা' আপনারাও জানেন, আমিও জানি…

মনতোষ। বাধা দিলে না কেন? কেন সে শীলাকে বিয়ে করলো?

মিনতি। কেন বাধা দেব? আজও চাই না, তার সুখের পথে কাঁটা হ'তে…(কাঁদিল)

মনতোষ। কেঁদনা মায়া!

মিনতি। না, কাঁদ্‌বো না। যে-কোন দুর্ব্বলতাকেই আমি ঘৃণা করি। শুনুন মনতোষবাবু! আমার সিঁদূর মুছেছেন—বেশ করেছেন। আপনার মা-বাবাকে বলুন—চিরকুমারী থাকবো আমি। কিন্তু—ভাব্‌ছি…

মনতোষ। কি ভাব্‌ছো মায়া?

। এই বিপদের দিনে আমাকে যদি একবারটি যেতে না—দেন তার কাছে—নিশ্চয়ই শীলা বিধবা হবে…

মনতোষ। এ নিশ্চয়তার কারণ?

মিনতি। প্রত্যেক মানুষের দুটো মন আছে—একটা পোষাকী, আর একটা আটপৌরে। দুনিয়াকে ঠকাবার জন্যে একটা, আর একটা নিজেকে—ঠকাবার জন্যে…

মনতোষ। ঠিক বুঝ্‌তে পারছিনে—তুমি কি বল্‌তে চাও…?

মিনতি। টি-বি হওয়ার পর—আপনার ভগ্নিপতির চাকরী ছিল না। অর্থাভাবে ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছিলেন। শীলা তার কছে এক বাণ্ডিল নোটের তাড়া! বাবার ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স হারাবার ভয়ে আপনি যেমন আমার প্রতি কৃত্রিম ভালবাসা দেখাচ্ছেন—তিনিও তেমনি দেখিয়েছেন শীলার প্রতি—একেই তো বলি, পোষাকী —মনের প্রতারণা…

মনতোষ। মৃণাল শীলাকে ভালবাসেনা? সে প্রতারিতা?

মিনতি। বল্‌ছি তো—আপনি যেমন আমাকে ভালবাসেন!

অর্থনৈতিক কারণে—মানুষের আটপৌরে মনটা যায় মরে। পোষাকী-প্রতারণাই বেড়ে ওঠে…

মনতোষ। তুমিও যেতে চাও—মৃণালের কছে? এই কথাই তো বল্‌ছো?

মিনতি। হ্যাঁ, শীলার জন্যে। সত্যিই শীলাকে আমি ভালবেসেছি। কী সরল ও সুন্দর মনটি তার।. দোহাই আপনাদের—তাকে বিধবা করবেন না…

মনতোষ। আমি অমানুষ নই মায়া? মাথা নোয়াচ্ছি তোমার মহত্বের কাছে। নিশ্চিন্ত থাকো তুমি। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করনা। গোপনে আজ রাত্রেই বিশ্বাসী ট্যাকসিওয়ালার সঙ্গে পাঠিয়ে দেব তোমাকে…

মিনতি। (প্রণাম করিল) পায়ের ধুলো দিন…

(ভবতোষ কিছু পূর্বে আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া ছিলেন।)

ভবতোষ। বাঃ বাঃ বাঃ! কী চমৎকার অভিনেত্রী তুমি! শীলার দরদে ফেটে যাচ্ছ? পরেশকেও নয়, মনতোষকেও নয়—মৃণালকেই চাও তুমি। অর্থাৎ শীলার কপাল না-পুড়িয়েই ছাড়বে না। এই তো? চমৎকার!

মিনতি। বিশ্বাস করুন…

ভবতোষ। থামো। মনতোষের মত মূর্খ আমি নই!

মিনতি। বিশ্বাস :করুন—শীলার কোন অনিষ্ট করবো না আমি…

ভবতোষ। না, না, কখ্‌খনো বিশ্বাস করবো না। কারণ তুমি অসাধারণ বুদ্ধিমতী, অপূর্ব চরিত্রবতী, অসামান্য মানসিকতা তোমার। কিন্তু,

শাস্ত্র-মতে মৃণাল তোমাকে বিয়ে করেনি। সে তোমার কেউ নয়। তার কাছে আর যেতে পারবে না।

মিনতি। পারবেন বেঁধে রাখতে?

ভবতোষ। নিশ্চয়ই পারবো···

মিনতি। কখ্‌খনো না···

মনতোষ। বাবা! মিনতিকে যেতে দাও···

ভবতোষ। জুতিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ে দেবো। বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে—ষ্টুপিড্! নেমকহারাম, ছোটলোকের বাচ্চা! (পায়ের স্লিপার লইয়া আক্রমণ করিলেন)

মিনতি। (হাত ধরিয়া) রক্ষে করুন। মা ঠিকই বলেছেন—ওই মনতোষবাবু আপনার বাবা! আপনি তার পাঁচবছরের অবুঝ খোকাটি! শান্ত হয়ে—স্লিপার পরুন তো···ছি ছি ছি··· (পরাইয়া দিল)।

ভবতোষ। জান্‌তে চাই। তুমি পালাবে কিনা—এখান থেকে?

মিনতি। আজ্ঞে না চোরের মত পালাবো না। ডাকাতের মত বেরিয়ে যাবো—সদরের গেট পেরিয়ে—পাঁচজনের সুমুখ দিয়ে। দেখবেন আপনার দারোয়ানরা সেলাম ঠুকে সরে দাঁড়াবে। সঙ্গে আসুন না? দেখবেন। আসুন:(হাত ধরিল)।

ভবতোষ। এ কী মেয়েরে বাবা!

(বিরাম)

দ্বিতীয় অঙ্ক

(প্রথম দৃশ্য)

স্থান—মৃণালের কক্ষ

কাল—অপরাহ্ণ

দৃশ্য—দরিদ্র গৃহস্থের ঘর। শয্যায় শায়িত—মৃণাল। গভীরভাবে নিদ্রামগ্ন সাম্‌নের একটা টেবিলে ঔষধপথ্য ও নানাবিধ ফল। শিওরে বসিয়া শীলা পাখা করিতেছিল। নিকটেই একটা টুলে ঝিমাইতেছিলেন চূড়ামণি।

চূড়ামণি। (একটা হাই তুলিয়া) এখনো কি জ্ঞান হয়নি মা ?

শীলা। না। ডাক্‌লেও সাড়া নেই। মাঝে মাঝে ভুল বকছেন…

চূড়ামণি। তাহলে যাই আবার—ডাক্তারকে ডেকে আনি…

(মিনতির প্রবেশ)

শীলা। (ছুটিয়া গিয়া) দিদি ! ভগবানকে ডাকিনি। মনে মনে শুধু তোমাকেই ডাক্‌ছি। ওঁকে বাঁচাও—দিদি ! বাঁচাও… (কাঁদিল)

মিনতি। রোগীর সামনে কাঁদ্‌তে নেই।

শীলা। আমার বুকভাঙা কান্নাও তো শুনতে পাচ্ছেন না ?

মিনতি। শুন্‌তে পাচ্ছেন না ? তবে কি জ্ঞান্ নেই ? অবস্থা কি মামাঠাকুর ! ডাক্তাররা কি বলেন ?

চূড়ামণি। তারা ত বলছেন—ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি কিছুই—ঠিক্ বুঝতে পারছি না মা—অবস্থা কি?

মিনতি। (নিকটে গিয়া পালস্ দেখিল ওষুধগুলি নাড়াচাড়া করিল)

শীলা। কি বুঝলে দিদি?

মিনতি। ভালো। ভয় নেই। চলুন মামাঠাকুর! ডাক্তারের সাথে একবারটি দেখা করে আসি···

(মনতোষের প্রবেশ) এই যে—এসে পড়েছেন। (হাসিল)

মনতোষ। (হাসিয়া) হ্যাঁ, আসতে বাধ্য হয়েছি। একটা দারোয়ানও আছে সঙ্গে। বাবার আদেশ তোমাকে তাড়িয়ে দিতে হবে···

মিনতি। তাই নাকি? তাহলে একটু অপেক্ষা করুন। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে:আসি। বুঝে আসি—নিজেই চলে যাবো কি না? আসুন মামাঠাকুর··· (প্রস্থান)।

শীলা। বাবা বলেছেন—মিনতিদিকে তাড়িয়ে দিতে?

মনোতোষ। হ্যাঁ। মিনতি যে কে— তা'তো জেনেছিস্?

। হ্যাঁ, জেনেছি। আমি বিধবা হলে—সেও বিধবা হবে। বাবার কি বিশ্বাস—মিনতিদি ওকে মেরে ফেল্‌বে?

মনতোষ। হ্যাঁ···

শীলা। না, না, ওকে মারতে এসেছি—আমি। চলো, তোমার সঙ্গে ফিরে যাবো। মিনতিদিই থাকবে এখানে। আমি ওর কেউ নই.! দাদা—কেউ নই···(কাঁদিল)।

মনতোষ। কাঁদিস্‌নে। ভয় নেই। ডাঃ সরকারের সঙ্গে দেখা করে এসেছি। ঘুমের ওষুধ দিয়েছে। সাতদিন ঘুমোয়নি কিনা, তাই অজ্ঞান হয়ে ঘুমোচ্ছে···

শীলা। তাই নাকি?

মনতোষ। হ্যাঁ; (ঘড়ি দেখিয়া) এখুনি ঘুম ভাঙবে। অসুখ সেরে গেছে···

শীলা। দাদা! মিনতিদির সিঁদুর মুছে দিয়ে খুব অন্যায় করেছ···

মনতোষ। (হাসিয়া) তাই নাকি?

শীলা। হেসনা। এই দেখে···

মনতোষ। কি ওটা?

শীলা। সিঁদুরের কৌটো। দিদি ফিরে এলেই, পরিয়ে দেব···

মনতোষ। (হাসিয়া) আমার ভুল—শোধ্‌রাবি?

শীলা। হ্যাঁ। ছি ছি ছি—এমন নির্লজ্জ কি করে হতে পারলে? পরের বিয়ে-করা বৌ—বিয়ে করতে চাও? দেশে কি আইবুড়ো মেয়ে নেই?

মনতোষ। মা কি বলে—জানিস্?

শীলা। কি বলে?

মনতোষ। পরিণামে তোকেই কাঁদ্‌তে হবে···

শীলা। মাথা খারাপ! এক দিন মা আমাকে কি বলেছে জানো?

মনতোষ। কি?

শীলা। সতীর শাঁখাসিঁদুরের জোরেই—স্বামীর পরমায়ু বাড়ে। মাকে জিজ্ঞেস করো—ডবল সিঁদুরের জোরে—উনি কি অমর হয়ে থাকবেন না?

মনতোষ। শীলা! শুধু অবাক হয়ে ভাবি—হাল্‌কা, প্রজাপতির

মত—তুই কি চিরদিনই হাওয়ায় ভেসে বেড়াবি? একটুও পা ছোঁয়াবি না, এই পৃথিবীর পাপ মাটিতে?

(চূড়ামণি ও মিনতির প্রবেশ)

মিনতি। পথেই দেখা হল, ডাঃ সরকারের সঙ্গে। পাশের বাড়ীতে একটা রোগী দেখেই এখানে আস্‌ছেন তিনি। আপনার দারোয়ান কোথায় মনতোষ বাবু! বলুন, আমাকে তাড়িয়ে দিতে…

শীলা। কে তাড়িয়ে দেবে? এই সিঁদূরটুকু পরতো দিদি!

(সিঁদুর পরাইল)

মিনতি। (হাসিয়া) আপনি মুছে দিয়েছিলেন। আপনার মা-বাবাকে বল্‌বেন—আমি কিন্তু নিরপরাধ! তবে—একটা কথা ভাব্‌ছি শীলা…

শীলা। কি কথা? আমার বাবা পাগল, আর মা পাগলী! কিচ্ছু ভাব্‌তে হবে না…

মিনতি। সেই পাগ্‌লা-পাগলীর মেয়ে তো তুমি? তোমার পাগ্‌লামী কি সইতে পারবো?

মনতোষ। সে বিষয়ে সন্দেহ আছে—মায়া! অনেক সময় পাগ্‌লামিটা সংক্রামক হয়ে ওঠে। তুমিও পাগল হয়ে উঠ্‌তে পার…

মিনতি। আপাতত সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে শীলা ভালই করেছে। সধবা সেজে এতদিন—অনেক বিপদ এড়িয়েছি। কুমারীদের বিপদ পদে পদে। কি বলেন মনতোষ বাবু। তাই নয়?

মনতোষ। হ্যাঁ তা' সত্যি। কুমারীরা কিন্তু সে বিপদকে অনেক সময়

সম্পদও মনে করেন।—তাহলে আসি এখন। ওই যে মৃণাল চোখ—মেলেছে। কি বল্‌তে চায়—শোন্‌ শীলা…

(প্রস্থান)

শীলা। দেখো, দেখো দিদি! তোমার—মুখের দিকে কেমন অপলক চেয়ে আছেন। (কাছে গিয়া) ওগো, কি দেখ্‌ছো?

মৃণাল। আগুন!

মিনতি। কাঁপ্‌ছো কিনা, তাই আগুন এসেছে—তোমাকে একটু গরম করতে…

মৃণাল—না, না, পুড়িয়ে মারতে। উঃ বড্ড পিপাসা! একটু জল…

(মিনতি দিতে গেল। বাধা দিয়া) না। শীলাকে দিতে বলো। তুমি বিষ খাওয়াতে পার।

শীলা। (জল দিয়া) কেমন আছ?

মৃণাল। ওই অভিনেত্রী কেন এসেছেন এখানে?

শীলা। অভিনেত্রী নয়। আমার শিক্ষয়িত্রী। একটা গান শুন্‌বে? চমৎকার গাইতে পারেন…

মিনতি। না শীলা, ঘুমের ঘোর এখনো কাটেনি। গান শুনে আবার ঘুমিয়ে পড়তেও—পারেন।

মৃণাল। জাগিয়ে-রাখার গানও তো তুমি জানো মায়া?

মিনতি। হ্যাঁ জানি। তবে…

(ডাঃ সরকারের প্রবেশ)

সরকার। কেমন আছেন মৃণাল বাবু?

মৃণাল। চমৎকার। বিটুইন শীলা এণ্ড চেরিবডিস্‌!

সরকার। না, না, মিনতি দেবী চেরিবডিস্ নন্। এ্যান্ এঞ্জেল! দেখি হাতটা? (দেখিয়া) অল্ রাইট্। কম্প্লিট্লি কিওরড্! এখন চাই শুধু সেবা-শুশ্রূষা। মিনতিদেবী যখন এসেছেন—তখন আর ভাবনার কোন কারণ নেই···

মৃণাল। দেবী-চেরিবডিস্‌কে চেনেন নাকি?

সরকার। চিনি মানে? একই হাসপাতালে উনি ছিলেন মেট্রন, আর আমি ছিলাম হাউস্ সার্জেন।

মৃণাল। তাই নাকি?

সরকার। আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রায় দুটি বছর! আশ্চর্য ওর পার্সোনাল ম্যাগনেটিজম্। রোগীর শিওরে গিয়ে দাঁড়ালেই তার বারোয়ানা অসুখ সেরে যেত···

মনতি। বড্ডই বাড়িয়ে বল্‌ছেন—ডাঃ সরকার!

সরকার। বাড়িয়ে বল্‌ছি? একটুও না। ডাঃ রায় তো একদিন ভুল করে এক প্রেস্‌ক্রিপসনে লিখে ফেলেছিলেন—অ্যাড্ মিস্-মিন্‌টি এক আউন্স · হা হা হা···

মৃণাল। মিস্ মিনটি চমৎকার গান গাইতে জানেন, তা' বোধ হয় জানেন না?

সরকার। নিশ্চয়ই জানি। শুধু কি গাইতে জানেন? নাচ্‌তে জানেন, বাজাতে জানেন, ম্যাজিক্, থট্‌রিডিং কিনা জানেন উনি?

মৃণাল। তা বটে! অল্-রাউণ্ড!

সরকার। এ ভেরি রেয়ার কম্‌বিনেশান অব্ ভেরিয়াস্ কুয়ালি-ফিকেশানস্! রোগীদের কী—চমৎকার তাসের খেলা দেখাতেন···

মৃণাল। শুধু রোগীদের কেন? দুনিয়ার মানুষকে 'তাসের খেলা' দেখিয়ে বেড়ানোই ওর প্লেজার—বা, হবি!

মিনতি। শুধু একজনকে নয়...

সরকার। কাকে বলুন তো?

মিনতি। মুস্‌কিলে ফেল্‌লেন—যদি বলি আপনাকেই? আপনি কি আপত্তি:করবেন ডাঃ সরকার?

সরকার। নিশ্চয়ই করবো। তাসের খেলা নয়—আমাকে একদিন দেখিয়েছেন—বাঘের খেলা! ওঃ সে কি ফেরোসাস্ রয়াল বেঙ্গল—টাইগ্রেস্! আচ্ছা, এখন আসি তা হলে? কালই রায়বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে, সব কথা বল্‌বো। নমস্কার...

(প্রস্থান)

মৃণাল। থট্‌রিডিংও জানো মায়া?

মিনতি। হ্যাঁ, জানি।

মৃণাল। বলো তো, এখন কি ভাব্‌ছি আমি?

মিনতি। এই সর্ব্বগুণান্বিতা মায়া যদি না হ'ত দুশ্চরিত্রা-মিনতি।

মৃণাল। বল্‌তে পারলে না...

মিনতি। তাহ'লে, তুমিই বলো?

মৃণাল। ওই শীলা যদি হত মায়ার মতই—সর্বগুণান্বিতা...

মিনতি। অর্থাৎ রসগোল্লা যদি হত পান্‌তোয়ার মত? এই তো তোমার ভাবনা? ধৈর্য ধরো। সাদা রসোগেল্লাকে পান্‌তোয়ার মতই রাঙিয়ে তুল্‌তে এসেছি আমি—কি বলিস শীলা?

মৃণাল। আর যাই করো—শীলাকে অভিনেত্রী গড়ে তুলো না। শীলার উপার্জনের উপর লোভ নেই আমার...

মিনতি। বেকার স্কুলমাষ্টারের এ অহঙ্কার মিথ্যে! পিছনে গৌরীসেন-শ্বশুর না থাকলে চিকিৎসার কি এ সুব্যবস্থা হ'ত? শীলাকে কাঁদতে হত—কপাল চাপড়ে…

শীলা। কি করছো দিদি! ওর চোখমুখ যে রাঙা হয়ে উঠেছে!

মিনতি। কোরামিন্ দিচ্ছি। পাল্‌সটা একটু উঠুক। নইলে ব্রোমাইডের এক্‌সান্—তো কাটবে না ভাই?

মৃণাল। ওঃ কী ডেনজারাস্ তুমি!

মিনতি। তাকি আজ বুঝলে?

(গাহিল) বলি, সে সব কথা কি মনে পড়ে না?

(হাতে ধরা, মোর পায়ে ধরা!)

যেদিন, টিবি-রোগে—পড়ে হা-স্-পা-তালে!

(কেঁদেছিলে মোর দু'হাত ধরে?)

(ছায়ার মত মায়া তোমার—

রাখ্‌তো কায়া বুকে ক'রে।)

(কাঁপ্‌তো চরণ মরণ-ভয়ে—

দাঁড়িয়েছিলে মায়ার জোরে!)

সে দিন, আপন-জনে মুখ ফিরালো—

ভাল, বাসলো এই চরিত্র হীনা!

বলি, সে সব কথা কি মনে পড়ে না?

শীলা। (বাধা দিয়া) দিদি, দিদি, ওঁর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে…

মিনতি। চোখ মুছিয়ে দে শীলা! এ গান আর গাইব না। জীবনের শেষ-গানটি গাই—শোন্…

তুহুঁ হাথক দরপণ, মাথক ফুল!

নয়নক অঞ্জন, মুখক তাম্বুল।
হৃদয়ক মৃগমদ—গীমক হার—
দেহক সরবস—গেহক সার!
পাখীক পাখ, মীনক পানি—
জীবক জীবন—তুহুঁ হাম জানি।

(সিফট্).

দ্বিতীয় অঙ্ক

(২য় দৃশ্য)

স্থান—ভবতোষের ড্রয়িং রুম

কাল—পূর্বাহ্ণ

দৃশ্য—ভবতোষ চিন্তিতভাবে পদচারণা করিতেছিলেন। মাইকে তাহার চিন্তাধারা ধ্বনিত হইতেছিল।

আশ্চর্য মেয়ে! এত ঐশ্বর্য আমার! সব উপেক্ষা করে চলে গেল? (পদচারনা)

'নাঃ, অপদার্থ মনতোষ! শুধু রূপও নয়, গুণও নয়! চাই কম্বিনেশান অব্ দি টু! একটিভ এপ্লিকেশন্ এণ্ড্ ডিটারমিনেশন! লাভ ইজ্ লষ্ট্—উইদাউট্ :কষ্ট্! হি ইজ্ এ ফুল্!

(ডাঃ সরকারের প্রবেশ)

সরকার। গুড্ মর্ণিং রায়বাহাদুর!

ভবতোষ। এসো, এসো ডাক্তার। ওরে, দু'খানা চেয়ার দেতো !
তারপর ? খবর কি বলো ? (চেয়ার আসিল—উভয়ে বসিলেন)

সরকার। মৃণালবাবু ইজ্ অল্‌রাইট্। ভয়ের কোন কারণ নেই···

ভবতোষ। এমন সিরিয়াস্‌টা কি হয়েছিল ?

সরকার। ব্লাড্-টেষ্টে পাওয়া গেল টাইফয়েড্ ! কিন্তু, সিম্‌টমস্ মেনিন্‌জাইটিস্ !

ভবতোষ। তাই নাকি ?

সরকার। আজ্ঞে হ্যাঁ। আজকাল টাইফাড্ কেসে—ক্লোরামাইসিটিন তো জোঁকের মুখে চুণ ! এখন দরকার কেবল সেবা ও শুশ্রূষা। সে বিষয়েও নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। যাকে পাঠিয়েছেন— তাকে ফ্লোরেন্সনাইটিঙ্গেল বল্‌লেও বেশি বলা হয় না।

ভবতোষ। নাইটিঙ্গেল তো শুনিছি জোনাকীর যম। ধরে আর গেলে। মৃণালকেও গিলে ফেলেছে নাকি ?

সরকার। না, না, সে পাখার কথা—বল্‌ছি না। বলছি মিনতি দেবীর কথা···

ভবতোষ। হ্যাঁ তা' বুঝতে পেরেছি···

সরকার। আশ্চর্য মেয়ে ! নেচে, গেয়ে, আর সেই সঙ্গে হাসিঠাট্টা ও রঙ্গরস পরিবেশন করে –দু'চার দিনের মধ্যেই রোগীর রেড্— করপাসলস্ বাড়িয়ে তুল্‌তে পারবেন···

ভবতোষ। তা'তো বুঝলুম। কিন্তু সেই ডাইনী আর ক'দিন চেপে থাকবেন, আমার বোকা মেয়েটার কাঁধে···

সরকার। মিনতিদেবীকে ডাইনী বল্‌ছেন কেন ? তাকে তো কিছু দিন থাকতেই হবে সেখানে···

ভবতোষ। অর্থাৎ যতদিন না আমার মেয়েটার কপাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়…

সরকার। ও, সেই কথা? (হাসিয়া) বুঝেছি, বুঝেছি! কিন্তু রায়বাহাদুর—মিনতিদেবীকে চেনেন না। সী ইজ্ নট্ সো চিপ্—এ গ্লামার গার্ল!

ভবতোষ। তুমি তা' জান্‌লে কি করে?

সরকার। দু'বছর ছিলাম—একসঙ্গে একই হাসপাতালে। এ বিট্ অব ফায়ার! এ ফেরোসাস্ টাইগ্রেস্! অনেকেই, ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন…

ভবতোষ। তুমিও কি তাদের একজন?

সরকার। আজ্ঞে, আজ্ঞে, কথাটা হচ্ছে—(মাথা চুলকাইলেন) কথাটা হচ্ছে…

ভবতোষ। বলোই না, কি হচ্ছে? এত সঙ্কোচ কেন?

সরকার। ধরেই যখন ফেলেছেন—তখন আর সত্য-গোপন করবো না।

ভবতোষ। না, না করো না। 'সত্যমেব জয়তে'র লেবেল কপালে এঁটেও মানুষ আজ মিথ্যের কারবার চালাচ্ছে। এ যুগে সর্বত্রই মিথ্যার জয়জয়কার!

সরকার। সত্যি বল্‌ছি স্যর্—অনেকদিন ঘুরেছি ওই আলেয়ার পিছনে…

ভবতোষ। এখনো ঘুরছো বলো? বিয়ে তো করোনি? কলুর বলদত্ব নিশ্চয়ই ঘোচেনি?

সরকার। ঘুচেছে! হতাশভাবে সাইড্‌ট্রাকে সরে দাড়িয়েছি—মেন লাইনে আর নেই!

ভবতোষ। তুমি কি জান না—মেয়েটি আমার জামাই মৃণালের স্ত্রী, শীলার সতীন?

সরকার। (চম্‌কাইয়া) কী সর্বনাশ! বলেন কি? তাতো জানতাম না? মৃণালবাবুর স্ত্রী? শীলার সতীন?

(চূড়ামণির প্রবেশ)

ভবতোষ। খবর কি চূড়ামণি? তুমিও চলে এলে যে?

সরকার। চূড়ামণি ঠাকুরের কাছেই সব খবর জানতে পারবেন। আমি এখন আসি। নমস্কার। কী সর্বনাশ! মৃণালবাবুর স্ত্রী ওই মিনতিদেবী? শেম্—শেম্... (প্রস্থান)

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

অন্নপূর্ণা। খবর কি ঠাকুরপো?

চূড়ামণি। জামাতা-বাবাজীবন ভালই আছেন। কিন্তু...

ভবতোষ। কিন্তু, অন্যদিকে চিন্তার কারণ ঘটেছে—এই তো? বলো, বলো—থামলে কেন?

চূড়ামণি। সে জন্যে দায়ী আপনাদের আদরিণী মেয়ে। অভাগিনী মায়া নয়...

অন্নপূর্ণা। কেন? কি হয়েছে—বলো না?

চূড়ামণি। ঘুম-কাতুরে মেয়ে আপনাদের পড়ে থাকে পাশের ঘরে...

ভবতোষ। (চিন্তিত) কে থাকে মৃণালের কাছে?

চূড়ামণি। কে আর থাকবে? আমিই থাক্‌লাম্ দু'দিন। কিন্তু আমার নাসাগর্জ্জনের উপর তো কোন হাত নেই আমার?

ভবতোষ। তাহলে কি মায়াই থাকে?

চূড়ামণি। নির্দিষ্টভাবে না-থাকলেও, সেই থাকে—একথা বলা যায়। ওষুধ-খাওয়ানো, ঘুমপাড়ানো, বাতাস করা—সবই তো করতে হচ্ছে তাকে···

দিচ্ছে বেড়াল মাছ-পাহারা

খাবেন মাসী ঝোল—

মাছের গন্ধ নেই কড়ায়ে—হরি হরি ব্যেল!

এই অবস্থাই ঘট্‌বে মনে হচ্ছে···

(মনতোষের প্রবেশ)

ভবতোষ। (উত্তেজিত ভাবে) যেমন বুদ্ধিমান এই ছেলে আমার —তেমনি বুদ্ধিমতী তার মা আর বোন্। হাড়মাস্ জ্বালিয়ে দিলে···

মনতোষ। কি হয়েছে?

ভবতোষ। তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে। যাকে টিকিট কেটে গাড়ীতে তুলে দিয়ে এসেছিলে—কানে কানে বলে দিয়েছিলে— "হে যাদুকরী! যত শীগ্‌গীর পারো—আমার বেকুব বোনের কপালটা পোড়াও!" সে তোমার আদেশ পালন:করেছে···

মনতোষ। কি হয়েছে মা?

অন্নপূর্ণা। কি আর হবে? শীলা তো আমার মত গরীবের মেয়ে নয়? সে শুধু সেবা পেতেই জানে। করতে তো শেখেনি কখনো?

ভবতোষ। তুমিই ভুল করেছ চূড়ামণি।

চূড়ামণি। কি ভুল?

ভবতোষ। ডাকুক তোমার নাক! তবু তোমার থাকা উচিত ছিল —মায়া ও মৃণালের মাঝখানে—যমদণ্ড! বৃষকাষ্ঠের মত দাঁড়িয়ে!

চূড়ামণি। আমি যদি শাড়ী পরে—বৌদির প্রতিনিধিত্ব করতাম—নথ নেড়ে নেড়ে; তবু আপনাদের জামাতা-বাবাজীবন রাজী হতেন না—নির্বোধ মেয়েকে শয্যাসঙ্গিনী করতে। নিশ্চয়ই বল্‌তেন —নিয়ে যান্ আপনাদের আত্বরে ষাঁড়ের গোবরকে···

অন্নপূর্ণা। নিশ্চয়ই। 'গুণকে ধরো—ছাতি, রূপকে মারো লাথি!' বলতেই তো পারে···

ভবতোষ। বটে! আমার মেয়েকে লাথি মারবে? (ভয়ানক উত্তেজিত) এতদূর স্পর্দ্ধা! বলি, 'ফুয়েল' জোগাচ্ছে কে? কার টাকায় মুরগীর আণ্ডাবাচ্চা, মাগুর মাছ, আঙ্গুর-বেদনার রস, চল্‌ছে? নেমকহারাম—বেইমান—ছোট লোকের বাচ্চা! অল-রাইট্! নিজেই যাচ্ছি—দারোয়ান নিয়ে। যাত্বকরীকে গলাধাক্কা দিতে দিতে রাস্তায় বের করবো! তবে আমার নাম —রায়বাহাত্বর ভবতোষ রায়!

চূড়ামণি। মায়া নিরপরাধ রায়বাহাত্বর! সে না গেলে সত্যিই শীলা বিধবা হত। কাল যাকে বল্‌লেন বড় মেয়ে—আজ তাকে দেবেন গলাধাক্কা?

ভবতোষ। এই কি বড় মেয়ের কাজ? ছোট ভগ্নিপতি কি রসো-গোল্লা? ঝাড়ু মারবো! মনতোষ! আমার ব্লাড প্রেসার

ভয়ানক বেড়েছে! এই থ্রম্বোসিসের যুগে—যদি এত শীগ্‌গীর গলায় ধড়া পরতে না-চাও—এখুনি যাও আবার।

মনতোষ। আমি গিয়ে কি থানায় হাজতে মশার কামড় সহ্য করবো?

ভবতোষ। তার মানে?

মনতোষ। শীলা নিজেই তাকে সিঁদুর পরিয়ে বরণ করে নিয়েছে। মায়ার উপর কোন—অত্যাচার করলে—নিশ্চয়ই শীলা দেবে থানায় এজাহার। এরেষ্টেড্‌ হবো আমি!

ভবতোষ। চূড়ামণি! তুমিই যাও—দু'খানা চিঠি লিখে দিচ্ছি। চাবুক-চিঠি! শীলাকে আগেই জানিয়েছি—মাসোয়ারা বন্ধ করবো…

চূড়ামণি। আজ্ঞে, আমাকে আজই দেশে ফিরতে হবে…

ভবতোষ। কেন?

চূড়ামণি। পতিব্রতা নেত্যকালী জানিয়েছেন—অবিলম্বে দেশে না-ফিরলে—তিনি শাঁখা ভাঙবেন, সিঁদুর মুছবেন।

ভবতোষ। জানি চূড়ামণি, জানি! নেত্যকালী তোমাকে চায়না। চায় তোমার টাকা! কেন আমি লাইফ-ইনসিওর করিনি জানো?

চূড়ামণি। কেন বলুন তো?

ভবতোষ। আমার ওই অন্নপূর্ণা পাছে নেত্যকালী হয়ে ওঠে! মোটা টাকার লোভে—আমার মৃত্যু-কামনা করে। আজই নেত্যকালীর নামে—একশো টাকা টি এম, ও, করবো—সে ঠাণ্ডা থাক্‌বে। কুছপরোয়া নেই—যাও—

অন্নপূর্ণা। আজও বেঁচে আছ, আমার এই শাঁখাসিঁদুরের জোরে। টাকার জেরে নয়। বুঝবে আমি মরলে…?

(প্রস্থান)

চূড়ামণি। দিন্ পাঠিয়ে টাকা! আমিই যাই—বৌদির প্রতিনিধিত্ব করতে…

অভাবে স্বভাব নষ্ট,
পেট নষ্ট লোভে!
টাকা পেলে নেত্যকালী
নরকেও ডোবে—

—সেকথা আমি জানি রায়বাহাদুর! হাহাহা…

ভবতোষ। থাক্, থাক্, আর হেস না। চলো চিঠি দু-খানা লিখে দি…

(সিফট্)

(৩য় দৃশ্য)

স্থান—মৃণালের কক্ষ

কাল—পূর্বাহ্ণ

(দৃশ্য—মৃণাল একখানা ডেক-চেয়ারে শুইয়া খবরের কাগজে 'ওয়ানটেড্' খুঁজিতেছিল। ব্যাণ্ডেজবাঁধা হাতে—এক কাপ ওভালটিন লইয়া লীলার প্রবেশ—।)

মৃণাল। ওকি, হাত পুড়িয়েছ বুঝি?

লীলা। হ্যাঁ…

মৃণাল। তোমার দিদি কোথায়—?

শীলা। সেতো আজই চলে যাবে—বল্‌ছে। বাবার চিঠি পড়ে কাঁদ্‌ছে…

মৃণাল। এ সুবুদ্ধি তার হওয়া উচিত ছিল—মাসোয়ারা বন্ধ-হওয়ার আগে…

শীলা। আমি তাকে যেতে দেব না।

মৃণাল। ভুল করনা শীলা! অতি দুশ্চরিত্রা মতলববাজ সে! যেতে দাও—যেতে দাও…

শীলা। ওগো চরিত্রবান মহাপুরুষ! :এতখানি নেমকহারাম হ'তে নেই। ওপরে একজন আছেন। দিদিকে দুশ্চরিত্রা বল্‌লে, তোমার জিভ্‌ খসে যাবে!

মৃণাল। বাবার চিঠির কি জবাব দেবে?

শীলা। দিদি চিরদিনই থাকবে—আমার কাছে…

মৃণাল। চিরদিনই?

শীলা। ভয় পাচ্ছ? শরীর সেরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মনের :দুর্বলতা বাড়ছে বুঝি? এত শীগগীর ধরা পড়বে, তাতো ভাবিনি?

মৃণাল। ধরা পড়বো মানে? সেই মিথ্যাবাদী কিছু বলেছে বুঝি?

শীলা। সে বল্‌বে কেন? আমার চোখ নেই? ঘরে তো আলো ছিল? চোখ বুজে 'শীলা, শীলা,' বলে দিদিকে জড়িয়ে ধরার মানে বুঝবো না—এত বোকা মনে কর কেন আমাকে?

মৃণাল। আমার তো ভুল হতে পারে?

শীলা। তোমার ভুল হলেও, দিদির ভুল হবে না। সে তোমাকে চেনে। তোমার অবস্থা বুঝেই পালিয়ে যেতে চাইছে। ত্রিনয়নী সে!

মৃণাল। তাই নাকি?

শীলা। আজ্ঞে হ্যাঁ। সে একটা শক্ত গোটা সুপুরী! দাঁত ভেঙে যাবে—এ কথাটা মনে রেখো···

মৃণাল। বেশ কথা শিখ্‌ছো তো?

শীলা। এমন শিক্ষয়িত্রীকে আমি—কিছুতেই ছাড়বো না, ছাড়বো না, ছাড়বো না···

মৃণাল। ঠাকুর-চাকর বিদেয় দিয়ে, নিজের হাত পুড়িয়েছ। এখন ওই শয়তানীর পরামর্শে—আমার মুখ-পোড়াতে চাও বুঝি? শীলা! সাবধান হও। সর্বনাশের পথে আর পা বাড়িওনা।

(মিনতির প্রবেশ)

মিনতি। কি হয়েছে—ঝগড়া কিসের? (মৃণাল চলিয়া যাইতেছিল। শীলা খপ্‌ করিয়া হাত ধরিল।)

শীলা। যেওনা, বসো। দিদির সাম্‌নেই বোঝাপড়া করবো—সাবধান হবে কে? তুমি না আমি···

মৃণাল। আঃ হাত ছাড়ো। তোমার দিদি, আমার কেউ নয়···

(প্রস্থান)

মিনতি। কেন এত বাড়াবাড়ি করছিস্ শীলা! কলতলায় আছাড় খেয়েছিস্, হাত পুড়িয়েছিস্। এ সব কি হচ্ছে বল্‌তো? মরবি নাকি?

শীলা। হ্যাঁ, মরবো। আমি যে ওকেই মেরে ফেল্‌ছিলাম—তাকি জানো?

মিনতি। সে আবার কি?

শীলা। কাল তো আমাকে ঘরে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে শিকল আট্‌কালে। বলে গেলে, রাত বারোটায় ওষুধ খাওয়াতে···

মিনতি। খাওয়াস্‌ নি বুঝি?

শীলা। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—হঠাৎ জেগে দেখি রাত-তিনটে!

মিনতি। তারপর?

শীলা। ঘুমজড়ানো চোখে—ওষুধ খাওয়াতে গিয়েছিলাম। উনি বাধা দিয়ে বল্‌লেন—'ও কি—বিষ দিচ্ছ কেন?

মিনতি। কী সর্বনাশ! মালিশের ওষুধটা ঢেলেছিলি বুঝি?

শীলা। হ্যাঁ। (কাঁদিয়া) দিদি! আমার সর্বনাশ আমি নিজেই করতে পারবো—তোমাকে দরকার হবে না। যেতেই যদি চাও —যাও—বাধা দেব না। কিন্তু একটা অনুরোধ রাখো··

মিনতি। কি?

শীলা। দু-একদিনের মধ্যেই দাদা আস্‌বে। ওই মালিসের ওষুধটা সঙ্গে নিয়ে যাবো—বাবার সঙ্গে একবারটি দেখা করতে···

মিনতি। কেন?

শীলা। সবখানি ওষুধ মুখে ঢেলে দিয়ে আমার স্নেহময় বাবার কোলে —মাথাটা রাখ্‌বো। বেঁচে থাকার ইচ্ছে আর নেই।

(কাঁদিল)

মিনতি। তুই কি পাগল হয়ে গেলি? কি যা' তা' বকছিস? কাঁদিস্‌নে—কাঁদিসনে···

শীলা। দিদি! বাবা আজ মাসোয়ারা বন্ধ-করার ভয় দেখাচ্ছেন। তোমাকে তাড়িয়ে—আমাকে ভাল বাস্‌ছেন। কেন আমি রাঁধতে-বাড়তে জানিনা? সেবাশুশ্রূষা করতে পারিনা? মুখের

উপর স্পষ্ট বল্‌বো—আমার শত্রু দিদি নয়—তুমি, বাবা—তুমি!

মিনতি। কাঁদিস্‌নে, দেখি কি করা যায়।

(মৃণালকে আসিতে দেখিয়া প্রস্থান)

মৃণাল। শীলা!

শীলা। (নিরুত্তর)

মৃণাল। আমার সঙ্গে কথা বল্‌বে না?

শীলা। না। তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমার। তোমাকে চিনিনা আমি··· (প্রস্থান)

(হাসিতে হাসিতে মিনতির প্রবেশ)

মিনতি। আমার অবুঝ-বোনটির সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছ, কেন বলো তো?

মৃণাল। তুমি আজই এখান থেকে চলে যাও মায়া!

মিনতি। ভেবেছিলাম তো যাবো—কিন্তু—

মৃণাল। না, আর কিন্তু-টিন্তু নয়। আজই, এখুনি যেতে হবে তোমাকে—

মিনতি। এখুনি?

মৃণাল। হ্যাঁ, এখুনি—

মিনতি। বলো কি, ঠাকুরচাকর নেই—

মৃণাল। থাক্ থাক্, আর শীলা-দরদী সাজতে হবেনা। কী চমৎকার অভিনেত্রী তুমি! ঝি-বামণীর অভিনয়টা আর নাইবা করলে?

মিনতি। কেন বলুন তো? ঝি-বামণী চরিত্রহীনা হলে—চরিত্রবান মনিবের ক্ষতিটা কি? তারা তো চিরদিনের সাথী নয়?

মৃণাল। আমাকে আর বিপন্ন করনা—মায়া ! দোহাই তোমার। আমার অবস্থা তো বুঝতে.পারছ।

মিনতি। এই যে সেদিন বল্‌লে—টাকার চেয়ে প্রাণ বড় ! টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব—মেয়েদের জন্যে নয় ! পেটে দানা না-থাক্‌লেও—ভালবাসার ঢেকুর তুলে—প্রেমিক-প্রেমিকারা বাঁচ্‌তে পারে। আজ আবার কি হ'ল ? মাসোয়ারা-বন্ধের ভয়ে—চোখে অন্ধকার দেখ্‌ছো কেন ?

মৃণাল। কেন একটি অশিক্ষিতা অবুঝ মেয়ের সর্বনাশ করবে মায়া ?

মিনতি। তাই বলো ? ভয়ানক ডাইলেমায় পড়েছ। শীলাকেও ভাল লাগছে না। মাসোয়ারার লোভও সাম্‌লাতে পারছো না। কী মুশকিল্ !

মৃণাল। তোমাকেও পারছিনা সহ্য করতে। বেরিয়ে যাও এ বাড়ী থেকে—

মিনতি। যদি না-যাই ?

মৃণাল। গায়ের জোরে ?

মিনতি। যদি বলি—মনের জোরে— ?

মৃণাল। মন বলে কোন জিনিস নেই তোমার।

মিনতি। গায়ের জোরেই যদি থাকি—কি করবে শুনি ?

মৃণাল। তোমার মত মতলববাজ দুশ্চরিত্রাকে গলাধাক্কা দিতেও ইতস্তত করবো না।

মিনতি। তাই নাকি ? সত্যি ? (হাসিল)

মৃণাল। গেট্ আউট্ শয়তানী !

মিনতি। বটে ? আমার সেবা-শুশ্রূষায় গায়ের জোর এখন অত্যন্ত

বেড়েছে দেখ্‌ছি! মৃণালবাবু! আজ বুঝলাম—আপনি কে বা কি? কেন আমাকে তাড়াতে চাইছেন—তাও বুঝতে পারছি—

মৃণাল। কি বুঝতে পারছো?

মিনতি। বুঝতে পারছি—পার্বতী সেজে, অনাহারে ও অনিদ্রায় জলে দাঁড়িয়ে তপস্যা করবার মত দুর্লভ মহেশ্বর—আপনি নন্—।

মৃণাল। হ্যাঁ, তোমার মহেশ্বর—বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার সর্বত্রই ছড়ানো আছেন—

মিনতি। শীলার জন্যেই যদি আমাকে তাড়াতেন—পায়ের ধূলো নিয়ে চলে যেতাম।

মৃণাল। শীলাকেই ভালবাসি আমি—

মিনতি। মিছে কথা। ভালবাসেন তার বাবার টাকাকে। শীলা বলে আমাকে জড়িয়ে ধরার মানে, শীলা না-বুঝলেও আমি বুঝি। ছি ছি ছি—এতখানি ঘৃণা নিয়ে যেতে হবে—তা' ভাবতেও পারিনি।

মৃণাল। শীলা স্বর্গ! তুমি নরক! অতি কদর্য্য, কুৎসিৎ তুমি—

মিনতি। ভাগ্য-বিড়ম্বনায় বহু দুশ্চরিত্র কাপুরুষের সংস্পর্শে এসেছি। জেনে গেলাম—আপনিও তাদের একজন। আত্মপ্রতারণা মহাপাপ! নমস্কার—। (যাইতেছিল)

(বাধা দিয়া শীলার প্রবেশ)

শীলা। যেওনা দিদি দাঁড়াও—

মিনতি। না, না, না—এক মুহূর্তও আর নয় এখানে। দুর্গন্ধে দম

আটকে আসছে। চোখ হুটো জ্বালা করছে। আশীর্বাদ করি —শীলা, তুই সুখী হ'—।

(প্রস্থান)

শীলা। তাড়িয়ে দিলে?

মৃণাল। হ্যাঁ, নির্বোধ তুমি। তাইতো তোমার কাজটা আমাকেই করতে হ'ল—

শীলা। (কাঁদিয়া) তুমি বাঁচবে না।` ওঃ, এত বড় অধার্মিক তুমি? যার সেবাযত্ন না পেলে, নিশ্চয়ই মরে যেতে! একাই যে ছিল— তোমার ঝি-চাকরাণী ও মেথরাণী! শিওরে বসে থাক্‌তো—যেন কোনো তপস্বিনী! তার এই পুরস্কার? তুমি মরবেই। তার আগেই—মরবো আমি—বিধবা হবোনা। চল্‌লাম—

মৃণাল। (ধরিল) শীলা!

শীলা। আঃ ছেড়ে দাও—মহাপাপী তুমি! তোমার মুখ-দেখাও পাপ— (মিনতি আসিয়া ধরিল।)

মিনতি। (হাসিতে হাসিতে) তুই যে এতখানি রাগ্‌তে পারিস্—তাতো জান্‌তাম না শীলা! শান্ত হ'—শান্ত হ'— তোকে কি ছেড়ে যেতে পারি? তুই যে কত অসহায়! তা কি জানি না?

শীলা। যাবে না দিদি! সত্যি বল্‌ছো? যাবে না?

মিনতি। ওরে না, না, হু'একদিনের মধ্যেই ফিরে আস্‌বো, তোর বৌদি সেজে!

শীলা। বৌদি সেজে? বলো কি?

মিনতি। 'হ্যাঁ, ফিরে এসে কি করবো জানিস্? প্রথমেই আমার ওই

চরিত্রবান ননদাইটির দু'গালে কষে দেব দুটি চড়। তারপর করবো তোর শাঁখা সিঁদুরের অক্ষয় কামনা।

শীলা। দিদি! তোমার কি মাথা খারাপ হ'ল? কি বল্‌ছো তুমি?

মিনতি। না, না, দিদি নয়। বৌদি বল্‌। শুনুন মৃণালবাবু! আমিই হবো—আপনার গৌরীসেন-শ্বশুরের একমাত্র পুত্রবধূ। শীলার মাসোয়ারাটা হাত পেতে নিতে হবে—আমার হাত থেকে। বড্ডই লজ্জা করবে—কি বলেন?

মৃণাল। তোমার মত চরিত্রহীনার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তুমি জাননা বা পারনা—এমন কোন কাজ নেই—মিনার্ভা দেবী!

মিনতি। নিশ্চয়ই। এই দেখুন আপনার সিঁদুর মুছে ফেলেছি। এবার পরবো—আপনার সম্বন্ধীর সিঁদুর। সাজ্‌বো আপনাকে মাসোয়ারা দেওয়ার মালিক—রায়বাহাদুরের পুত্রবধূ! নমস্কার—ননদাই, নমস্কার! (প্রস্থান)

মৃণাল। দেখ্‌লে তোমার দিদির সতীপনা কত ঠুন্‌কো? উনি হচ্ছেন শ্রী-অঙ্গুরী! যার আঙুলে লাগেন—তাকেই বলেন—আমি তোমারি…

শীলা। অমানুষ তুমি, অধার্মিক তুমি, অকৃতজ্ঞ তুমি। ওই দিদির মত দেবীর তুমি অযোগ্য! তবু, মা বলে—স্বামী দেবতা! ইহ-কাল পরকালের সাক্ষী! আশ্চর্য! জাহান্নামে যাক্‌ হিন্দুয়ানী—আর:তার মন্তর-তন্তর!

(প্রস্থান)

(সিফট্‌)

দ্বিতীয় অঙ্ক

(৪র্থ দৃশ্য)

স্থান—ড্রয়িংরুমের বারান্দা

কাল—অপরাহ্ণ

দৃশ্য—ভবতোষ অস্থিরভাবে পদচারণা করিতেছিলেন।

ভবতোষ। ওরে ও গঙ্গাধরবাবু! বলি নিমতলায়? না, কোথায় আমার চিতা সাজাচ্ছিস্? আমি তো এখনো—মরিনিরে হারামজাদা! উল্লুক! গিদ্‌খোড়!

(গঙ্গাধরের প্রবেশ)

গঙ্গাধর। আজ্ঞে, ডাকছেন কেন?

ভবতোষ। বলির পাঁঠার মত কাঁপছো কেন—সোনার চাঁদ?

গঙ্গাধর। বলি দিতেও তো পারেন? সারাদিন মেজাজ তো দেখছি পঞ্চমে বাঁধা। ঘর-দরজা কাঁপ্‌ছে—আমি কাঁপ্‌বো না?

ভবতোষ। চূড়ামণি কোথায়? মনতোষ কোথায়?

গঙ্গাধর। কি করে বল্‌বো? কোথাও যেতে হলে, তারা কি আমার অনুমতি নিয়ে থাকেন?

ভবতোষ। খুঁজে দেখোনা লাটসাহেব! এখুনি তাদের চাই—

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

অন্নপূর্ণা। এত অস্থির হয়ে উঠ্‌লে কেন?

ভবতোষ। চূড়ামণির কাছে শুন্‌লে তো—আমার চিঠি পেয়েও মৃণাল তাকে তাড়ায় নি। শীলা নাকি আমার টাকা-পয়সা চায় না! কী ঔদ্ধত্য! নির্বোধ মেয়ের—।

(মনতোষের প্রবেশ)

মনতোষ। আমি তো বুঝতে পারছিনা, এমন অমানুষের কাজ মৃণাল করবে কি করে?

ভবতোষ। অমানুষের কাজ?

মনতোষ। তা' নয় তো কি? যমের সঙ্গে যুদ্ধ করে—মায়াই তো মৃণালকে বাঁচিয়ে তুলেছে! মায়া সেখানে না-গেলে—তোমার টাকার অহঙ্কার টিকৃতো না বাবা! শীলা বিধবা হ'ত···

ভবতোষ। জিজ্ঞাসা করি—হঠাৎ মায়ার প্রতি এত সহানুভূতি কেন তোমার? মতলববাজ মেয়ে—আমার টাকা-পয়সা নিয়ে—আমার জামাইয়ের ঘরে করবে গিন্নিপণা! আর আমার মেয়ে করবে তার দাসীবৃত্তি?

অন্নপূর্ণা। তুই আর একবার যা খোকা!

ভবতোষ। তোমার খোকা গিয়ে কি করবেন? অভিনেত্রীর ছলাকলা দেখ্‌বেন? শুন্‌বেন—বাকৃচাতুরী? তারপর ফিরে এসে বলবেন—মায়া একটি মহার্ঘ রত্ন!

মনতোষ। মায়া যে মহার্ঘ রত্ন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই বাবা!

ভবতোষ। কী নির্লজ্জ পুরুষ তুমি! তোমার লজ্জা হয়না? একটা ভিখারীর মেয়ে—সে! ধনীর দুলালকে প্রত্যাখ্যান করে চলে গেল?

মনতোষ। শুধু দুলালকে কেন? ধনীর ঐশ্বর্য্যকেও তো করেছে। সেইখানেই তার মনুষ্যত্ব!

ভবতোষ। গরীবের আবার মনুষ্যত্বের দাবী! মাসোয়ারা বন্ধ। সামনের মাসেই দেখ্‌বো—মহত্ব মনুষ্যত্ব কোথায় থাকে?

অন্নপূর্ণা। আমি ভাবছি—শীলার কি হবে!

ভবতোষ। কি হবে—তাকি বুঝতো পারছো না? দুচার দিনের মধ্যেই শীলা এসে হাজির হবে—কাঁদতে কাঁদতে—আর তোমার নন্দ দুলাল হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌বেন—ধন্য, ধন্য মহামায়া! মিস্‌ মিনার্ভা!

(চূড়ামণির প্রবেশ)

চূড়ামণি। মায়া এসেছে!

ভবতোষ। কে এসেছে?

চূড়ামণি। ক্ষমার মেয়ে মায়া! সিঁদুর মুছে এসেছে। খোকাবাবুকে বিয়ে করতে রাজী।

(মিনতির প্রবেশ)

মিনতি। না, আমি মায়া নই—মিনতি—মিস্‌ মিনার্ভা! পুত্রবধূ করবেন আমাকে?

ভবতোষ। কি বল্‌লে? ও অন্নপূর্ণা! ভুল শুন্‌লাম নাতো? আর একবার বলো তো মা! বলো, বলো, লজ্জা কর না—

অন্নপূর্ণা। (আদর করিয়া) কাঁদছো কেন মা? কি হয়েছে? মৃণাল বুঝি তাড়িয়ে দিয়েছে?

ভবতোষ। বেশ করেছে! বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছে। কি অভাব তোমার? শ্রীরামের মত বর, এই দশরথের মত শ্বশুর, ওই কৌশল্যার মত শ্বাশুড়ী! আর হনুমানের মত—ভক্ত গঙ্গাধর! ওরে শাঁখ বাজা, উলু দে—উলু দে—

(অন্দরে উলুধ্বনী ও শঙ্খধ্বনী হইল)

চূড়ামণি! তুমি তো ঘরভাঙানো বিভীষণ? ছুটে যাও—তর্করত্ন

বশিষ্টদেবের কাছে—জেনে এসো আজই শুভদিন আছে কিনা? ওরে পাজী-হনুমান—পাঁজি আন্‌তো…

গঙ্গাধর। কি আন্‌বো?

ভবতোষ। ওরে পাজী! পাঁজি…

গঙ্গাধর! শুধুই পাঁজি, পাঁজি করছেন—কি আনবো—তা তো বল্‌ছেন না?

ভবতোষ। ওরে পাজী, পাঁজি—মানে পঞ্জিকা।

গঙ্গাধর। ও, তাই বলুন। খোকাবাবুর বিয়ে…? (কোমরে গামছা বাঁধিল)

ভবতোষ। গাম্‌ছা পরে বাঁধিস্। আগে পাঁজী আন্, শুভ দিনটা দেখি…

মিনতি। শুভদিন দেখার আগে একটা কাজ করতে হবে যে…

(গঙ্গাধরের প্রস্থান)

ভবতোষ। কি কাজ মা?

মিনতি। যে কোন শুভদিনে—আমার ভূল শোধরানো চল্‌বে। কিন্তু, আপনাদের ভূল যে বড় ভয়ানক হয়ে উঠ্‌লো!

ভবতোষ। আমাদের আবার কি ভুল?

মিনতি। কেন ওদের মাসোয়ারা বন্ধ করেছেন? ঠাকুর চাকর বিদেয় দিয়ে, শালা নিজেই হাত পোড়াচ্ছে—। বাসন মাজ্‌তে গিয়ে কলতলায় আছাড় খেয়েছে। এখন কোমরের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে—আর চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে....

অন্নপূর্ণা। ওমা কি হবে! এত দুঃখও কি ছিল আমার আদুরে মেয়ের কপালে? (কাঁদিল)

মিনতি। এখুনি যে-কোন ব্যবস্থা করুন—নইলে শীলা মরে যাবে....

ভবতোষ। আচ্ছা মায়া! তুমি সেখানে থাকতে, এ সব ঝি-চাকরের কাজ শীলা কেন করতে গেল?

মিনতি। আমি তো থাকতাম—মৃণালবাবুকে নিয়ে। রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতেও তো জানে না সে! ওষুধের পরিবর্তে বিষ খাওয়াতে—গিয়েছিল—

ভবতোষ। কী সর্বনাশ! (আড়চোখে দেখিয়া—উত্তেজিতভাবে) আঃ হেসোনা মনতোষ! অবস্থা বুঝেই ব্যবস্থা করা উচিত ছিল তোমাদের।

মিনতি। তা উনি করেছেন। আপনার দারোয়ান যখন গলাধাক্কা দিচ্ছিল আমাকে—উনিই দয়া করে তার হাত টেনে ধরেছিলেন—

ভবতোষ। তোমার চলে আসা উচিত হয়নি মা!. আঃ! ও কি হচ্ছে চূড়ামণি?

(চূড়ামণি মুখের মধ্যে গামছা গুঁজিয়া খুক খুক—শব্দ করিতেছিলেন।)

চূড়ামণি। চাপতে পারছিনা রায়বাহাদুর! বাইরে যাই, বাহিরে যাই— (প্রস্থান)

ভবতোষ। নাঃ, এ অবস্থায় শীলাকে একলা ফেলে তোমার চলে আসাটা উচিত হয়নি! কখ্খনো উচিত হয়নি। ও অন্নপূর্ণা! তুমি যে কোন কথাই বল্ছো না ছাই! বলি—মায়া কি আবার ফিরে যাবে?

অন্নপূর্ণা। আমি জানি না— (প্রস্থান)

মিনতি। একটা কাজ করুন—

ভবতোষ। আঃ হেসোনা মনতোষ! হ্যাঁ, বলো মা! তুমিই বলো —কি করবো?

মিনতি। শ' তুই টাকা দিন, এখুনি আবার ফিরে যাই আমি। আমাকে যদি বিশ্বাস না করেন, আপনার ছেলেকেও পাঠিয়ে দিন আমার সঙ্গে। দারোয়ান দরকার নেই—

ভবতোষ। আর লজ্জা দিও না মা! আঃ! মনতোষ! (ধমক দিলেন) হেসোনা—

মিনতি। আমাদের বিয়ে উপলক্ষে মেয়ে-জামাইকেও আন্‌তে হবে তো?

ভবতোষ। নিশ্চয়ই হবে! যাও—মনতোষ! তৈরি হয়ে এসো। এখুনি টাকা নিয়ে আস্‌ছি। অন্নপূর্ণা! অন্নপূর্ণা! শীগগীর সিঁন্দুকের চাবি দাও— (প্রস্থান)

মিনতি। জীবনে অনেক অভিনয়—করেছি। যবনিকাপাতের আগে —শেষ অঙ্কে এমন অভিনয় করে যাবো, যা দেখে, দরদী দর্শকরা চোখে রুমাল চেপে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌বেন—

মনতোষ। তার মানে?

মিনতি। আপনি নায়ক, আমি নায়িকা। আপাতত চলুন—আপনার বোন-বোনাইকে নিয়ে আসি। তারপর—চল্‌বে আমাদের অভিনয়! অতি চমৎকার অভিনয়!

মনতোষ। সত্যি বলো—তোমার মতলব কি?

মিনতি। নিছক্ কমেডি!

মনতোষ। বুঝ্‌লাম না—

মিনতি। এই ধরুন—শুভরাতে আমাদের বিয়ের বাজনা বেজে উঠ্‌লো। টোপর পরে—ছাদনাতলায় গিয়ে দাঁড়ালেন আপনি। চারিদিকে আনন্দ কলরব! আপনার বাবা আনন্দে আত্মহারা!

মনতোষ। তারপর?

মিনতি। তারপর ক'নেকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। কী মজাটাই হবে, বলুন তো? টোপর গেল খসে—বর পড়লেন বসে! কোথায় ক'নে? কোথায় কনে? ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে গেছে বনের টিয়ে বনে—

মনতোষ। তারপর তোমার ট্রাজেডি! মানে—দেখা গেল, লেকে তোমার ডেড্‌বডি ভাস্‌ছে। এই তো?

মিনতি। কি যে বলেন মনতোষবাবু! এত উইক-নার্ভের মেয়ে যদি হতাম—বহু আগেই ডেড্‌বডি ভাস্‌তো—সে ভয় করবেন না।

মনতোষ। তা'হলে তুমি কি করবে? কোথায় যাবে? তোমার মতলব কি বলো?

মিনতি। মতলবটা এখনো ঠিক করিনি। উপস্থিত নিরুদ্দেশ যাত্রা! বিয়ে, বিয়ে, বিয়ে! বিয়ের উপর ঘেন্না ধরে গেছে মনতোষবাবু! সাতজন্মেও ও শিকল আর পায়ে পরবোনা।

(ভবতোষের প্রবেশ)

মনতোষ। চুপ্, বাবা আস্‌ছেন—

ভবতোষ। এই নাও টাকা!

মিনতি। আপনার ছেলের হাতেই দিন্।

ভবতোষ। না, তোমাকেই দেব। শুধু কি এই সামান্য টাকা?

আমার বাড়ী ঘর বিষয়-সম্পত্তি সবই ট্রান্সফার করবো—তোমার নামে—

মিনতি। সে কি, কেন বলুন তো?

ভবতোষ। ওই মনতোষ একটা অপদার্থ! ও থাকবে তোমার গোলাম হয়ে—

মিনতি। কী সর্বনাশ! না না—ও কাজটি বিয়ের আগে করবেন না যেন? আগে আপনার মেয়ে-জামাইকে নিয়ে আসি। চলুন চলুন—

(মনতোষকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান)

ভবতোষ। অন্নপূর্ণা! অন্নপূর্ণা!

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

অন্নপূর্ণা। কি বল্‌ছো?

ভবতোষ। তুমি এত মনমরা হয়ে পড়লে কেন? বিয়ের আয়োজন করো?

অন্নপূর্ণা। আমার শীলা এসে—না পৌঁছালে—কিচ্ছু করতে পারবো না আমি। (প্রস্থান)

ভবতোষ। ও চূড়ামণি! শালার দুর্ভাবনায় অন্নপূর্ণা যে ভেঙে পড়লো। কি করা যায় বলো তো?

চূড়ামণি। আমিই তাহলে বৌদির একখানা শাড়ী পরি? তা ছাড়া আর উপায় কি? হা হা হা হা—

ভবতোষ। থাক্‌, থাক্‌, আর হেস না। যত সব—

(বিরক্তভাবে প্রস্থান)

(সিফট্‌)

দ্বিতীয় অঙ্ক

(৫ম দৃশ্য)

স্থান—ড্রয়িংরুম

কাল—অপরাহ্ন

দৃশ্য—একদিক হইতে চূড়ামণি—এবং অন্যদিক হইতে গঙ্গাধরের প্রবেশ।

গঙ্গাধর। ব্যাপার কি বলো তো—চূড়ামণি ঠাকুর ?

চূড়ামণি। কি হয়েছে—গঙ্গাধর ?

গঙ্গাধর। এ দিকে বাবু আহ্লাদে ডগমগ—আমার খোকার বিয়ে! ওদিকে মা কেঁদে ভাসাচ্ছেন—আমার খুকী বেঁচে নেই! ব্যাপার কি ? কিছুই যে বুঝ্‌তে পারছিনে—

চূড়ামণি। অব্যাপারেষু ব্যাপার খুঁজতে গিয়ে—কীলকোৎপাটিত বানর হতে চাও কেন গঙ্গাধর ? চুপ্‌চাপ্‌ দেখে যাও—কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়—

(ভবতোষের প্রবেশ)

ভবতোষ। চূড়ামণি! চূড়ামণি! তার এসেছে—ওরা রওনা হয়েছে। লগ্ন রাত দশটায়—কিন্তু ভাবছি—

চূড়ামণি। না, না, আর কিছু ভাববেন না রায়বাহাদুর! শুভস্য শীঘ্রং। নমো নমো—করে—চারহাত এক করে ফেলুন—আনন্দানুষ্ঠান যা-কিছু বৌভাত উপলক্ষে করা যাবে। পাগলা পাগলীর বিয়ে! ভেস্তে যেতেও তো পারে ?

ভবতোষ। ঠিক্ বলেছ। ওরে গঙ্গাধর! বলি, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন ? তখন তো কোমরে গামছা বেঁধেছিলি ? এখন

নেতিয়ে পড়লি যে? বিয়ের তো আর চব্বিশঘণ্টাও দেরি নেই রে—হারামজাদা!

গঙ্গাধর। কি করবো বলে দিন্—

ভবতোষ। অন্তত একটু ছুটোছুটি কর। একবার ছুটে যা ওপরে তোর মার কাছে। আর একবার ছুটে আয় আমার কাছে। বিয়ে মানে কি জানিস্? আনন্দ! আনন্দ! আনন্দং রসো বৈ সঃ।

গঙ্গাধর। আপনি তো বলে দিলেন—সঃ! কিন্তু, এত ছুটোছুটি সইবো কি করে?

চূড়ামণি। তা' সত্যি—চুলে ওর পাক ধরেছে—ও তো শিশু নয়?

ভবতোষ। তুমি জানো না চূড়ামণি, ও হারামজাদা আজন্ম-শিশু! ভারতীয়—ইডিপাস্! 'ইডিপাস' কে জানো?

চূড়ামণি। আজ্ঞে না—

ভবতোষ। ইডিপাস্ তার মার চেয়ে সুন্দর আর কাউকে দেখেনি। ও হারামজাদা—পঁচিশ বছর বিয়ে করেছে! আমার ধম্‌কানি খেয়েও, পাঁচটা দিনের জন্যে দেশে যায় না। বৌয়ের সঙ্গে দেখা করতে। দিন রাত পড়ে আছে—মা-অন্নপূর্ণার মুখের দিকে চেয়ে!

চূড়ামণি। তাই না কি গঙ্গাধর? বৌয়ের সঙ্গে দেখাটাও করো না।

ভবতোষ। ওই দেখো! হারামজাদা লজ্জায় মরে যাচ্ছে। যেন কেউ ওর সতীত্ব-হরণ করছে! দ্রৌপদী যেন বিবস্ত্রা হয়ে পড়েছেন···

গঙ্গাধর। ধ্যেৎ! বাবু, যে কি বলে…(লজ্জার অভিনয় করিয়া প্রস্থান)

ভবতোষ। ভেবে দেখো চূড়ামণি! আমার প্রাণে আজ কি আনন্দ! শীলা আর মায়া যেন লক্ষী আর সরস্বতী! লক্ষী তো ঘরে বাঁধাই আছে। এবার সরস্বতীকে এনে বাঁধবো তার পাশে। মিনার্ভা মানে—সরস্বতী! তা'তো জানো?

চূড়ামণি। আজ্ঞে হ্যাঁ—সে দিন—বল্‌ছিলেন বটে…

ভবতোষ। আনন্দ কোথায় থাকে জানো? শৈশবে পায়। যৌবনে কোমর বেয়ে ওঠে বুকে! তারপর বৃদ্ধ বয়সে মুখে। তোমার আমার আনন্দ মুখে উঠে গেছে। বলো তো চূড়ামণি! দু'চারটে রসের ছড়া বলো। তুমি যে রসের খেজুর-গাছ!

চূড়ামণি। রসের ছড়া বল্‌বো?

ভবতোষ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো—প্রাণ খুলে একটু আনন্দ করি! মিনার্ভা মর্ত্যে আস্‌ছেন যে!

চূড়ামণি। ভূত ছাড়াতে সরষে লাগে
তর্পণেতে তিল!
দু'য়ের মাঝেই তেল রয়েছে
কেন এ গরমিল?

ভবতোষ। অবিচার! ঘোর অবিচার! এবার সরষে দিয়েই তর্পণ করবো—তারপর?

চূড়ামণি! দাঁত না-ওঠা হাসি মিষ্টি—
পানে মিষ্টি চুন।

তরকারীতে চিনির চেয়েও—
মিষ্টি বেশি নুন্…

ভবতোষ। ঠিক্ বলেছ—মিষ্টির কোন মাপকাঠি নেই। তারপর?

চূড়ামণি। জোঁকের গায়ে জোঁক লাগে না
ময়রা খায়না মিষ্টি
শকুন যতই উচ্চে উড়ুক—
ভাগাড় পানেই দৃষ্টি।

ভবতোষ। নিশ্চয়ই। স্বভাবো মুর্দ্ধিণ বর্ততে! চালাও…চালাও… তারপর?

চূড়ামণি। নারী যতই সুন্দরী হোক
ঠিক্ কুড়িতেই বুড়ী।
বাহাত্তুরে রসিক বুড়োর
মিথ্যে বাহাদুরী!

ভবতোষ। হাহাহাহা….বহুত আচ্ছা!

চূড়ামণি। পূজোয় বাজে ঢাকের বাদ্যি,
বিয়েয় বাজে ঢোল,
ডম্বরুতে বাঁদর নাচে—
কীর্ত্তনেতে খোল।

ভবতোষ। হাহাহাহা…তারপর?

চূড়ামণি। রঙ্গালয়ে নাটক লাগে
সভায় লাগে বক্তা,
ঘর সাজাতে গিন্নী লাগে—
কর্তার অনুরক্তা…

ভবতোষ। ও অন্নপূর্ণা! শুনে যাও—শুনে যাও....হাহাহাহা…

(:অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

অন্নপূর্ণা। ব্যাপার কি? এতো হাস্‌ছো কেন?

ভবতোষ! বলো, বলো চূড়ামণি—এতো হাস্‌ছি কেন? কি হয়েছে আমাদের?

অন্নপূর্ণা। কখনো তো দেখিনি তোমাকে এ ভাবে হাসতে? একি অনাছিষ্টি লক্ষণ! মরবে নাকি?

ভবতোষ। মাটির নীচে কত জল আছে—তাকি জান্‌তে টিউব-ওয়েল্‌টা—বসানোর আগে? আমার মনতোষের বিয়ে যে দশ ইঞ্চি টিউব-ওয়েল! হাসির ফোয়ারা টেনে তুলছে! হাহাহাহা—

অন্নপূর্ণা। সিদ্ধি খেয়েছ বুঝি? ঠাকুরপো!

চূড়ামণি। আমি সামান্যই একটু। উনি একটু বেশি, বৌদি।

অন্নপূর্ণা। বুঝতে পেরেছি।

ভবতোষ। শোনো অন্নপূর্ণা! ওই চূড়ামণি যদি তোমার মত মেয়ে মানুষ হত—তা হলে কি হ'ত জানো? হয় অবৈধ সংসর্গ আর নয়, ডাইভোর্স।

অন্নপূর্ণা। মরণ দশা! (প্রস্থান)

চূড়ামণি। ডাক্তারবাবু আস্‌ছেন…

ভবতোষ। ডাক্তারকেও একটা ছড়া শুনিয়ে দাও।—বলো, চূড়ামণি বলো…

চূড়ামণি—চৌষট্টি-কলার মধ্যে—

শ্রেষ্ঠ নাট্য-কলা!

হাস্‌পাতালের ডাক্তারও খান্‌
নার্সের কান্‌মলা···

ভবতোষ। কামাল কর দিয়া, চূড়ামণি! তোমাকে কোলে করে নাচ্‌তে ইচ্ছে করছে···হা হা হা হা ও ডাক্তার! ছড়াটা কি শুনেছ?

(ডাঃ সরকারের প্রবেশ)

সরকার। আর্‌ ইউ আণ্ডার দি ইনফ্লুয়েন্স অব্‌ সাম্‌থিং ইন্‌টক্‌সিকেটিং রায়বাহাত্বর?

ভবতোষ। ইয়েস্‌ ডাক্তার! ইন্‌টকসিকেটিং আনডাউটেড্‌লি! তবে সে হচ্ছে—আমার মনতোষের বিয়ে!

সরকার। কার সঙ্গে?

ভবতোষ। তোমাদের সেই নাইট্‌ইঙ্গেলের সঙ্গে!

সরকার। বলেন কি? সেদিন যে বল্‌লেন—মিনতি দেবী—মৃণালবাবুর স্ত্রী!

ভবতোষ। হ্যাঁ কিছুদিন স্ত্রী—সেজেছিল বটে! অভিনেত্রী যে—

সরকার। কিন্তু, তার কপালে—সিঁত্বর দেখেছি প্রায় সাতবছর আগে—

ভবতোষ। মিথ্যে সিঁন্দুর! ওই আগ্নেয়াস্ত্রটি নাকি গত দশবছর তাকে রক্ষা করেছে—তোমাদের মত প্রেম-কাঙালীদের হাত থেকে!

সরকার। আশ্চর্য মেয়ে!

(শীলার প্রবেশ)

শীলা। বাবা!

ভবতোষ। এসেছিস্ মা! আয় আয়—। শুন্‌লাম আমার দুর্বুদ্ধির জন্যে অনেক দুঃখ পেয়েছিস্?

শীলা। হ্যাঁ পেয়েছি। এখনো পাচ্ছি। আরও কত যে পাব, তাই ভাব্‌ছি—

ভবতোষ। তার মানে? কি বলছিস্ তুই?

শীলা। দাদার সঙ্গে মিনতিদির বিয়ে হবে না। হতে পারে না।

ভবতোষ। কেন?

শীলা। জানো মিনতিদি কে?

ভবতোষ। কেন জান্‌বো না? ক্ষমার মেয়ে। অবিবাহিতা কুমারী। শাস্ত্রমতে মৃণালের কেউ নয়। মিনতি নিজে রাজী। তোর আপত্তির কারণটা কি?

শীলা। রেখে দাও তোমাদের শাস্তর, আর বিয়ের মন্তর! রক্তশূন্য মুমূর্ষুকে যে মেয়ে দিয়েছে তার বুকের রক্ত, নিজের জীবন বিপন্ন করে বাঁচিয়ে তুলেছে—একটা টি বি-রোগীকে।

ভবতোষ। (চম্‌কিয়া) কে টিবি-রোগী?

শীলা! তোমার জামাই—

ভবতোষ। মৃণাল টিবি রোগী? বলিস্ কি? মিনতি কোথায়?

শীলা। ওই তো ওখানে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে!

ভবতোষ। হাস্‌ছে! মিনতি! মা-জগদম্বা!

(মিনতির প্রবেশ)

মিনতি। না, না, শীলা ভুল দেখেছে, হাসছিনা, এই দেখুন আমার চোখে জল! ভয়ের কোন কারণ নেই। টিবি সেরে গেছে—এখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ।

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ—শীলার প্রস্থান)

ভবতোষ—শুনেছ অন্নপূর্ণা! মৃণাল নাকি টিবি-রোগী? ও ডাক্তার! কোন কথা বলছো না কেন?

সরকার। কেন এত ভয় পাচ্ছেন—রায়বাহাদুর? টিবি আজকাল দুরারোগ্য ব্যাধি নয়—

ভবতোষ। বিয়ের আগে—এই ভয়ানক রোগের কথাটাও গোপন রেখেছিল? কোথায় সে ছোটলোকের বাচ্চা! আমি তাকে চাবুক মারবো—

মিনতি। কেন? তার অপরাধ কি?

ভবতোষ। থামো, সে স্কাউণ্ড্রেলের পক্ষে আর ওকালতি করতে হবে না—

মিনতি। আপনি তো জানেন না—কী ভয়ানক অবস্থায় পড়েছিল সে! চাকরী ছিলনা। আত্মীয়স্বজন কারো কাছে কোন সহানুভূতি পায়নি। শুধু এই অনাত্মীয় দুশ্চরিত্রাই—করেছিল তার সেবাযত্ন!

ভবতোষ। তার পুরস্কার—তোমাকে ত্যাগ করে—বিয়ে করলো শীলাকে—সবকিছু গোপন রেখে? তার মত অকৃতজ্ঞের মৃত্যু—হওয়াই তো উচিত ছিল। কেন তাকে বাঁচালে—শীলার সর্বনাশ করতে…

মিনতি। সে কথা আপনার মত সুখী বড়লোকরাই বল্‌তে পারেন। যারা জানেন না—দারিদ্র্যের কী জ্বালা। আর, সেই সঙ্গে টিবি-রোগীর বেঁচে-থাকার সাধ কত বেশি!

ভবতোষ। ও ডাক্তার! চুপ করে কি ভাব্‌ছো? সত্যিই কি

রোগটা সেরেছে? আমরা তো জানি—টিবি হচ্ছে—কাল কেউটে!

সরকার। আজকাল ঢোঁড়া হয়ে গেছে। ভয়ের কোন কারণ নেই··· রায়বাহাদুর!

ভবতোষ। কি জানি? মনতোষের বিয়ে আমার মাথায় উঠে গেছে। সে নেমকহারাম কোথায় অন্নপূর্ণা?

অন্নপূর্ণা। ওপরে গিয়ে একটা ইজি-চেয়ারে শুয়ে চোখ বুজে আছে—

ভবতোষ। চলো ডাক্তার! হারামজাদাকে একবার দেখে আসি। তার বুকটা ভাল করে পরীক্ষা করো, একটা একস্‌রে ফটো নেও। নইলে তো নিশ্চিন্ত হতে পারছিনে— ?

সরকার। একটু অপেক্ষা করুন—যাচ্ছি। মিনতি দেবী! জীবনে কারো কাছে মাথা নোয়াইনি। শুধু মা ছাড়া আর কারো পায়ের ধূলো মাথায় নিই নি। আজ আপনার পায়ের ধূলো—একটু নেবো—

মিনতি। (হাত ধরিয়া বাধা দিয়া) করেন কি ডাঃ সরকার! আমি অতি ঘৃণিত দুশ্চরিত্রা! অভিনেত্রী!

ভবতোষ। বাজে ব'কো না। ইচ্ছে করছে—সেই রাস্‌কেলটাকে! না—থাক। ও ডাক্তার! সত্যি বলছি—আমারও ইচ্ছে করছে —আমিও একটু নিই—

সরকার। আপনি কি নেবেন?

ভবতোষ। তুমি যা' নিতে চাইছ? না, থাক—মেয়েটার অকল্যাণ

হবে। ওকে আমি পুত্রবধূ করছি। কারো আপত্তি—শুন্‌বো না। চলো, চলো—

(উভয়ের প্রস্থান)

(দু' সেকেণ্ডের জন্যে অন্ধকার হইল)

(দূরে সানাই বাজিয়া উঠিল)

(গৃহমধ্যে মিনতি চুপ করিয়া—ও গালে হাত রাখিয়া বসিয়াছিল)

(মনতোষ ও শীলার প্রবেশ)

মনতোষ। চলেই যদি যাও—এখুনি যাও মিনতি! মা আর বাবা ওপরে আছেন—মৃণালের কাছে—। মিছেমিছি কেন আর লজ্জা দেবে আমাকে, ছাদনাতলায় নিয়ে?

মিনতি। আমার পালাবার কথাটা—মা-বাবাকে বলেননি তো?

মনতোষ। না। বাবা তার উকিল বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করছেন—কালই, দলিল রেজেষ্ট্রি করবেন—

মিনতি। কিসের দলিল?

মনতোষ। বাড়ী ঘর বিষয়-সম্পত্তি সবই তো তোমার নামে ট্রানস্‌ফার করবেন তিনি—

মিনতি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম। তাকে যে বাধা দেওয়া দরকার—

মনতোষ। কে বাধা দেবে?

মিনতি। আপনি?

মনতোষ। কি দরকার আমার?

শীলা। দিদি! দোহাই তোমার—যেওনা—সত্যি আমি সইতে পারবো না—

মিনতি। শীলা! এই পাপ-পৃথিবীতে তোর মত সুন্দর ও মধুর পুণ্য ও পবিত্র—কোন-কিছু আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। শুধু তোর জন্যেই যাচ্ছি—

শীলা। আমার জন্যে?

মিনতি। হ্যাঁ, তোর মা-বাবা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। তোর স্বামীও পারবেন না তার দুর্বলতা গোপন রাখতে। তুই কি —জানিস্ না--তোর চেয়েও আমাকে তিনি ভালবাসেন বেশি?

শীলা। হ্যাঁ, জানি—

মিনতি। প্রয়োজনের তাগিদে—মানুষ তার অন্তরের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষতবিক্ষত হয়। মুখে যা বলে—মনে তার সাড়া পায়না। তাই মনুষ্যত্ব হারিয়ে কাঁদে। এই দুর্বলতাই পাপ! মহাপাপী সে!

শীলা। দিদি! (কাঁদিল)

মিনতি। কাঁদিস্‌নে। আমি দূরে সরে গেলেই, সুখী হতে পারবি—

শীলা। দিদি! কেন এসেছিলে? কেন জানিয়ে গেলে—আমার স্বামী একটা অমানুষ—পশু? একি শত্রুতা?

মিনতি। ওরে, না না, অমানুষ সে নয়—পশুও নয়। এই তো পনর-আনা মানুষ! এই তো দুনিয়া! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—তুই যেন তাকে সুখে রাখ্‌তে পারিস্…

মনতোষ। শীলা পারবে না। পারবে তুমি—মিনতি! ধনী রায়-বাহাদুর ভবতোষ রায়ের উত্তরাধিকারী তুমি। অভাব দূর করো মৃণালের! তা'হলেই সে সুখী হবে…

মিনতি। কিন্তু, সে উত্তরাধিকারীত্বের একমাত্র চুক্তি তো আপনার বৌ-সাজা? তা' যে পারি না মনতোষবাবু! স্বীকার করছি—

খাঁটি সোনা আপনি। কিন্তু হার গড়ে গলায় পরতে তো—পারব না? জীবন আমার বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে!

মনতোষ। কোথায় যাবে?

মিনতি। পথে পথে ঘুরে বেড়াবো। গাছতলায় বিশ্রাম করবো। যদি কখনো কোন নিরাশ্রয় টিবি-রোগীর দেখা পাই, তার সেবা ও শুশ্রূষা করবো প্রাণ দিয়ে···

মনতোষ। মিনতি! তোমার মুখের দিকে চেয়ে—আমার চোখদুটো জলে ভরে উঠছে!

মিনতি। দেখ্‌ছেন না, আমার চোখ দিয়েও জল গড়াচ্ছে? (চোখ মুছিয়া) মনতোষবাবু! সত্যি বল্‌ছি—আপনাকে আমি ভাল-বেসেছি। বড্ড ভালবেসেছি। ভগবান না-করুন—যদি কখনো আপনার মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে, আমার দেখা পাবেন—সেই দিন। তার আগে, আর নয়—আর নয়—সত্যিই। চলে যেতে কষ্ট হচ্ছে···। তবু যাচ্ছি···(কাঁদিতে কাঁদিতে) উঃ ভগবান!

(প্রস্থান)

শীলা। দাদা! চলে গেল যে—ওকে ফেরাও···

মনতোষ। ফেরানো যাবে না শীলা! ও ফিরবে না—ফিরতে পারে না···

(ভবতোষের প্রবেশ)

ভবতোষ। তোদের কি আক্কেল? লগ্ন বয়ে যাচ্ছে—পুরোহিত তর্করত্ন ছট্‌ফট করছেন। বর-কনের খোঁজ নেই! মিনতি কোথায়?

মনতোষ। চলে গেছে···

ভবতোষ। চলে গেছে মানে? কোথায় চলে গেছে? কেন চলে গেছে? ও গঙ্গাধর! ও চূড়ামণি! ওরে তোরা সবাই খুঁজে দেখ্—আমার মা-জগদম্বা গেল কোথায়? আমি যে দলিলের মুসোবিদে করে ফেলেছি—কালই রেজেষ্ট্রি করবো। তবু কেন যাবে? তবু কেন যাবে?

(চূড়ামণি ও গঙ্গাধরের প্রবেশ)

চূড়ামণি। কি হ'ল?

ভবতোষ। সর্বনাশ হয়েছে চূড়ামণি! আমার মা জগদম্বাকে বুঝি পেয়ে হারালাম। চলো চলো, খুঁজে দেখি—দড়ি আর কলসী নিয়ে পুকুর-ঘাটে গেল কিনা?

(প্রস্থান)

গঙ্গাধর। দিদিমণি, পুকুরঘাটে যাবে কেন খোকাবাবু?

মনতোষ। মরতে! তার কাছে—বিয়ে মানে তো মৃত্যু! সে যে অভিনেত্রী!

গঙ্গাধর। এ কী অভিনয় রে বাবা!

—ঃ যবনিকা ঃ—